Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বেগম সুরমা রাহমান

রোলঃ 216020461

২ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বেগম সুরমা রাহমান

রোলঃ 216020461

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বেগম সুরমা রাহমান, আইডিঃ 216020461 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

বেগম সুরমা রাহমান

আইডিঃ 216020461

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা....10
আল-কোরআনের পরিচয়....12
আল-কোরআনের ভাষা আরবী 12
কোরআনের ভাষা আরবী হওয়ার কারণ 12
কোরআনের সংজ্ঞা 14
শাব্দিক অর্থ 14
পারিভাষিক অর্থ 15
কোরআন নামে নামকরণ করার কারণ....15
কোরআন নাযিল হয়েছে সাতটি আহরুফে....16
কোরআনের ভাষায় কোরআনের পরিচয় 21
কোরআনের নামসমূহ 21
সিফাত বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোরআনের নাম 22
আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব....23
আলোর দিশারী....23
বিশ্বমানবতার দিক-নিদর্শক....24
আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোরআন রক্ষণাবেক্ষণকারী....25
সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত 25
বিশ্বাসীদের জন্য কোরআন হচ্ছে রহমত 26
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস 26
মানবজাতির জন্য কোরআন হল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ....27
একটি বড় ও জীবন্ত মু'জিযা হল আল-কোরআন 28
কোরআন অধ্যয়ন করা সহজ 29
রমযান মাস কোরআন নাযিলের মাস 31
কোরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 32
ওহী বা কোরআন নাযিলের সূচনা....32

কোরআন কিভাবে নাযিল হতো 32
কোরআন নাযিলের ধাপসমূহ 33
প্রথম ধাপ 33
দ্বিতীয় ধাপ 33
তৃতীয় ধাপ 34
মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ধারাবাহিকভাবে অবতরণের কারণ 35
কোরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 37
প্রথম ধাপ - রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ 37
মুখস্থ করার মাধ্যমে 38
লেখার মাধ্যমে 38
দৈনন্দিন জীবনে আমল করার মাধ্যমে 41
দ্বিতীয় ধাপ - আবু বকর (রাঃ) এর যুগ 42
কোরআন সংকলনের কারণ 42
কোরআন সংকলন পদ্ধতি 44
ব্যতিক্রম 46
আর আবু বকর (রা) এর সংকলিত কোরআনের বৈশিষ্ট্য 48
তৃতীয় ধাপ - উসমান (রাঃ) এর যুগ 49
কোরআন সংকলনের কারণ 49
কোরআন সংকলন পদ্ধতি 49
চতুর্থ ধাপ - তেলাওয়াত সহজকরণের পদ্ধতি 53
নুকতা 54
হরকত 54
হরফ এবং হরকত এর নুকতার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে হল? 54
হামযাহ ও তাশদীদ 54
মনযীল 55
ত্রিশ পারা 55
আখমাস এবং আ'শার 55

রুকু 56
ওয়াক্কফের চিহ্নসমূহ 56
পঞ্চম ধাপ - কোরআনুল কারীমের মুদ্রন 60
কোরআন কিভাবে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে? 60
কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব 62
ইসলাম সম্পর্কে জানার মূল উৎস হল কোরআন শিক্ষা 62
কোরআন শিক্ষা করা ফরয 63
কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করা 65
নামাজ আদায়ের জন্য কোরআন শিক্ষা আবশ্যক 66
তাজবীদসহ কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব 68
আরবী ভাষায় কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব 71
কোরআন শেখা এবং শেখানোর গুরুত্ব 72
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্জিত হয় 74
কোরআনের দাওয়াত দেয়া 74
ঈমান বৃদ্ধি এবং ঈমান মজবুত করে 76
হেদায়াত লাভের মূল ভিত্তি 76
শারীরিক সুস্থতায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব 79
জান্নাত লাভের সোপান হল কোরআন শিক্ষা 83
ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কোরআন শিক্ষা 85
মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আল-কোরআনের গুরুত্ব 87
মানব সেবায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব 87
বিজ্ঞান চর্চায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব 88
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 89
মায়ের দুধ 90
বিগ ব্যাং থিওরি বা মহাবিস্ফোরণ 91
ব্ল্যাকহোল তথ্য 91
কোরআন শিক্ষার ফজিলত 92

আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় 92
আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম 93
আত্মিক প্রশান্তি 95
তাজবীদসহ কোরআন পড়ার উপকারিতা..96
অনুবাদসহ কোরআন পড়ার উপকারিতা..97
কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের উপকারিতা 97
গুণাহ সমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়...98
গরীবের দান-খয়রাত করার সহজতর উপায় 99
উভয়ে জাহানের পথ-প্রদর্শক 100
আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ..101
কোরআন পাঠকারী মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ 102
কোরআন হবে সুপারিশকারী 106
তেলাওয়াতকারী সুপারিশকারী হবেন...107
কোরআন মুখস্থ করার মর্যাদা 109
কোরআনের ধারক-বাহক এর প্রতি ঈর্ষা করার উপকারিতা..120
কোরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না..121
কোরআন অধ্যয়নকারীর পার্থিব মর্যাদা 122
বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতের ফজিলত 124
সূরা ফাতেহা...124
সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা...124
সকল রোগের ঔষধ...125
সূরা বাক্বারাহ...126
শয়তান পলায়ন করে..127
সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত...128
সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত 129
দুটি নূরের জ্যোতি 129
আয়াতুল কুরসী 130

আল্লাহর হেফাজতে থাকবে 132
সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান 136
সূরা কাহাফ 138
প্রশান্তি নাযিল হয় 138
দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করে..138
ঈমানের নূর চমকাবে..143
সূরা ইয়াসীন..144
সূরা দুখান 145
সূরা আর-রাহমান..146
সূরা ওয়াকি'আহ 147
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত 147
সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করবেন..147
সূরা মূলক 148
সূরা মূলক এবং সূরা সাজদাহ 149
সূরা তাকাসুর..151
এক হাজার আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব 151
সূরা কাফিরূন 151
শিরক হতে মুক্তিলাভ..151
সূরা ইখলাস 152
এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াতের সমান 152
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বেহেশত লাভের মাধ্যম..156
সূরা ফালাক ও সূরা নাস..158
সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস..161
নামাজে তিন আয়াত পড়ার ফজিলত 162
রাতে কোরআন তেলাওয়াত করার ফজিলত 162
কোরআন শিক্ষা না করার পরিণতি..164
অন্তর হয় শয়তানের আবাসস্থল 164

কোরআন আমলকারী এবং আমলবিমুখীর দৃষ্টান্ত 164
কোরআন বিমুখদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিযোগ পেশ 166
কিয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায় উঠবে 167
গাফেল হিসেবে গণ্য হবে 168
কোরআন সাক্ষী হিসেবে উত্থাপিত হবে 168
কোরআন বিমুখদের জাহান্নামে যেতে হবে 169
পরকালে জবাবদিহি করতে হবে....................170
কোরআন অধ্যয়নের আদব 170
প্রাথমিক আদব....................170
একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করা 171
তাজবীদ সহকারে অধ্যয়ন করা 171
ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে....................171
সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করা....................173
অর্থ বুঝে অধ্যয়ন করা....................175
আল্লাহর ভয় নিয়ে বিগলিত অন্তরে অধ্যয়ন করা 176
কোরআন শিক্ষার জন্য করণীয়....................178
ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া 178
নিয়মিত অধ্যয়ন করা 178
নিয়মিত মশক করা....................179
আশেপাশের মানুষদের শিক্ষা দেয়া....................179
ফজিলতপূর্ণ আয়াত এবং সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া 180
উপসংহার....................181
রেফারেন্স....................183
বইয়ের মধ্যে পাওয়া তথ্য....................183
ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্য 184
পিডিএফ এর মধ্যে পাওয়া তথ্য 193

ভূমিকা

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবী-রাসূলগণের নিকট যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলোকে বলে আসমানী কিতাব। আর এইসব আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন যা বিশ্ব মানবজাতির জন্য নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ¤

নিশ্চয় এ কোরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষে থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(সূরা আশ শু'আরা: ১৯২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। আর এই মহাগ্রন্থ আল-কোরআন হচ্ছে মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা এসেছে বিশ্ব মানবজাতিকে হেদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দিতে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ

রমযান এমন মাস যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।

(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫)

আর তাই প্রত্যেক মুসলমানের উপর হেদায়াতের এই পবিত্র কিতাব আল-কোরআন শিক্ষা করা ফরজ করা হয়েছে। কেননা আল-কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম।

আল-কোরআনের পরিচয়

আল-কোরআনের ভাষা আরবী

মহান আল্লাহ তাআ'লা কোরআন নাযিল করেছেন আরবী ভাষায়। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ¤

আর এর আগে ছিল মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এ কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সত্যতা প্রকাশকারী। এটা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন তা যালিমদেরকে সতর্ক করে, আর তা মুহসিনদের জন্য সুসংবাদ।

(সূরা আল-আহকাফ:১২)

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ

আর আমি এভাবেই কোরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় বিধানরূপে।

(সূরা আর-রা'দ:৩৭)

কোরআনের ভাষা আরবী হওয়ার কারণ

- আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী-রাসূলগণকে তাদের সম্প্রদায়ের ভাষায় পাঠিয়েছেন যাতে করে তাদের নিকট আল্লাহর বিধান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ¤

আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষায় পাঠিয়েছি। তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।
(সূরা ইব্রাহীম:৪)

- আর একারণেই আল্লাহ পাক কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জাতির ভাষা ছিল আরবী। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমি কোরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।
(সূরা মারইয়াম: ৯৭)

- যাতে করে মানুষরা আল্লাহর বাণী বুঝতে পারে,

إِنَّا جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ¤

আমি এটা আরবী ভাষায় কোরআনরূপে (অবতীর্ণ) করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।
(সূরা যুখরুফ: ৩)

- এবং তা বুঝে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলতে পারে

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

এরূপেই আমি আরবী ভাষায় কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা তাদের জন্য এটা উপদেশ হয়।
(সূরা ত্বা-হা:১১৩)

• এবং অবিশ্বাসীরা যাতে কোন অভিযোগ তুলতে না পারে যে কোরআনের বাণী তাদের বোধগম্য নয়।

وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ

আমি যদি কোরআন অনারবী ভাষায় অবতীর্ণ করতাম তবে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলো কেন বিশদভাবে বর্ণনা করা হল না? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রাসূল আরবী। বল, মুমিনদের জন্য এটা পথপ্রদর্শক ও ব্যাধির প্রতিকার।
(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ: ৪৪)

কোরআনের সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থ

কোরআন শব্দটি মূলত قَرَأَيَقْرَاُ থেকে আগত যার অর্থ হচ্ছে একত্রিত করা। তবে কোরআন তেলাওয়াত করা বা পাঠ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষর ও শব্দমালাকে একত্রিত করতে হয় বিধায় পরবর্তীতে এই '**একত্রিত করা**' শব্দটি '**পাঠ করা**' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এই শব্দটির মাসদার বা ক্রিয়ামূল হচ্ছে قَرَأَ – يَقْرَأُ যাকে ইসমে মাফউল হিসেবে বলা হয় কোরআন (قران) যার আক্ষরিক অর্থ হল পাঠ করা বা পড়া অথবা তেলাওয়াত করা।

সেই সূত্রে কোরআন শব্দটির অর্থ হল যা পাঠ করা হয় অর্থাৎ পাঠকৃত কিতাব।

পারিভাষিক অর্থ

কোরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী সম্বলিত একটি পবিত্র আরাবিক বই যা,

- মাসাহিফের (যাতে কোরআন লেখা হয়েছে, যেমন, কাগজ) মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে,
- তাওয়াতুর সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে মৌখিকভাবে ও লিখিত উপায়ে এবং
- নাযিল হয়েছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে জিব্রাইল (আ:) এর মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য। যাতে রয়েছে আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর জ্ঞান।

সব আহলে ইলমের সর্বসম্মত সংজ্ঞাটি হল 'আত-তালভীহ্ মাআত তাওযীহ্' এর বর্ণিত সংজ্ঞা এবং আল-কোরআনের এই সংজ্ঞাটি নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত বা মতবিরোধ নেই। আর সংজ্ঞাটি হল,

المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول الينا نقلا منة اترا بلا شبهة

মহান আল্লাহর সেই মহাবাণী যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, মাসাহিফের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এবং সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে।
(আত-তালভীহ্ মাআত তাওযীহ্ ১/২৬, মাতবাআ মুস্তফা আল-বাবী, মিসর)

কোরআন নামে নামকরণ করার কারণ

আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে আরবের কাফের, মুশরিক সম্প্রদায়ের বক্তব্যকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থকে '**কোরআন**' নামে নামকরণ করা হয়েছে। নামকরণের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটি হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। কারণ তারা বলত,

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিরেরা বলে, তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।
(সূরা হা-মাম আস-সাজদাহ: ২৬)

এখানে কাফেরদের প্রত্যাখ্যানমূলক শব্দের বিপরীতে '**কোরআন**' নামকরণ করা হয়েছে। যা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই ধরণের হীন আওয়াজ দ্বারা সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কোরআনুল কারীমকে দাবিয়ে রাখা যাবেনা। মূলত কোরআন নাযিল হয়েছে পাঠ করার জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা পাঠ করা হবে। আর গোটা বিশ্বে কোরআনুল কারীমই হচ্ছে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

কোরআন নাযিল হয়েছে সাতটি আহরুফে

আহরুফ হচ্ছে হরফ এর বহুবচন যাকে ভাষারীতিও বলা হয়ে থাকে।

আগেকার যুগে আরবের মানুষরা গোত্রকেন্দ্রিক হয়ে বসবাস করতো। সবাই আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও এক গোত্রের মানুষের ভাষা থেকে অন্য গোত্রের মানুষের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। কিন্তু প্রত্যেকের উচ্চারণই ছিল শুদ্ধ। যেমন, ঢাকার শুদ্ধ ভাষা - সিলেট, চট্টগ্রাম নোয়াখালী অঞ্চলের অনেকেই তা উচ্চারণ করতে পারেন না। আবার ঠিক তেমনি যারা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন তারা ঐসব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণ করতে পারেন না। বিশেষ করে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও কিশোর-কিশোরী এবং এমন লোক যারা নিরক্ষর তাদের জন্য তা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عن ابي بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرَئِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرَئِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَط قَالَ يَا مُحَمَّد إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ إِنَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيْكَائِيلَ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرَئِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرَئِيلَ اقْرَأْ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيلُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ فَكُلِّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ.

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করে বলেন, হে জিবরাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়ছি, এদের মধ্যে রয়েছে প্রবীণা বৃদ্ধা ও প্রবীণ বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী এবং এমন ব্যক্তি যে কখনো কোনো লেখা পড়েনি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! [ভয় নেই] কোরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হলো। [তিরমিযী]

আহমদ ও আবূ দাউদের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, "এদের প্রত্যেক রীতিই [অন্তর রোগের জন্য] আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।"

কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় এর বিস্তারিত বিবরণ এরূপ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হযরত জিব্রাইল (আ:) ও মীকাঈল (আ:) আমার নিকট আসলেন এবং হযরত জিব্রাইল (আ:) আমার ডান দিকে ও হযরত মীকাঈল (আ:) আমার বাম দিকে বসলেন। হযরত জিব্রাইল (আ:) বললেন, আপনি আমার নিকট হতে কোরআন এক রীতিতে পড়েন নি। তখন হযরত মীকাঈল (আ:) বললেন, আপনি তাঁর নিকট বৃদ্ধির আবেদন করুন। [আমি তা করলাম] অবশেষ তা সাত পর্যন্ত পৌঁছল। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেক রীতিই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১১)

আর তাই সর্বপ্রথম কুরাইশ গোত্রের উচ্চারণশৈলী অনুযায়ী কোরআন নাযিল হয়। কিন্ত অন্য গোত্রের মানুষের জন্য উচ্চারণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে এই সমস্যার সমাধান এবং সহজকরনের জন্য আবেদন করেন। যেমন, হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ أَخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوى قِرَأَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلُوةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةَ أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ أَخَرُ فَقَرَأَ سِوى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَا فَحَسَن شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِن التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفَضْتُ عَرَقًا وَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِي يَا أَبَيُّ أُرْسِلَ إِلَى أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوَنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَى الثَّانِيَةِ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوْنَ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَى الثَّالِثَةِ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلَنِيْهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . رواه مسلم

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়তে শুরু করল। সে এমন এক কেরাতে কোরআন পড়ল যা আমার জানা ছিল না [ফলে অপছন্দ করলাম]। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তি হতে ভিন্নতর পাঠে কেরাত পড়ল। যখন আমরা নামাজ শেষ করলাম সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং আমি বললাম, হুজুর! এ ব্যক্তি এমন কেরাতে কোরআন পাঠ করেছে যা আমার জানা নেই। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে এর ভিন্নতর পাঠে কেরাত পড়ল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পড়তে হুকুম করলেন, তারা উভয়ে কোরআন পড়ল আর তিনি উভয়ের পড়াকেই শুদ্ধ বললেন। এতে আমার মনে হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হলো যা জাহেলিয়াত যুগেও হয়নি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যা [লজ্জা] আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা লক্ষ্য করলেন- আমার সিনার উপর হাত মারলেন। এতে আমি ঘামে ভেসে গেলাম এবং এতই ভীত হলাম যেন আমি

আল্লাহকে দেখছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কোরআন এক পাঠে [বা এক রীতিতে] পড়! কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট আরজ করলাম যে, আপনি আমার উম্মতের প্রতি সহজ করে দিন! আল্লাহ দ্বিতীয়বারে উত্তর দিলেন, তবে দুই রীতিতে পড়! আমি পুনরায় আরজ করলাম, আপনি আমার উম্মেতের প্রতি আরও সহজ করে দিন! তিনি তৃতীয়বারে আমাকে উত্তর করলেন, তবে সাত রীতিতে পড়! কিন্তু তোমার প্রত্যেক আরজের পরিবর্তেই যা তোমাকে আমি দিয়েছি, তাছাড়াও এক একটি প্রার্থনার অধিকার রইল তা তুমি করতে পার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ, আপনি আমার উম্মতকে মাফ করে দিন! আর তৃতীয়টি আমি এমন দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম, যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার সুপরিশের দিকে চেয়ে থাকবে। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ:) ও। [মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১০৯)

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শব্দগত ও উচ্চারণগত দিক থেকে মোট সাত ধরনের পার্থক্যের সাথে পবিত্র কোরআন নাযিল করেন অর্থাৎ আরবের প্রসিদ্ধ ৭টি গোত্রের ভাষায় কোরআন নাযিল হয়। কিন্তু এর অনেক ভাষারীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালেই রহিত হয়ে যায়।

এই সাতটি আহরুফ বা ভাষারীতির মধ্যে কোন extreme পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। নিচে কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরা হল,

কোরআনের ভাষারীতির পার্থক্য	
পার্থক্য সমূহ	**উদাহরণ**
হরফের কম-বেশ হওয়া	عَمِلَتْهُ - عَمِلَتْ
হরফের ভিন্নতা	كُفُوًا - كُفُؤًا
একবচন, বহুবচন (singular, plural) এর পার্থক্য	كُتُبُه - كتابه
লিঙ্গ পুংলিঙ্গ (মুযাক্কার), স্ত্রীলিঙ্গ (মুআন্নাস)	يَعْلَمُونَ - تَعْلَمُونَ
হারাকাতের মধ্যে পার্থক্য (যবর, যের এবং পেশ)	وَجِبْرِيلَ - وَجَبْرَئِلَ بِيُوتٍ - بُيُوتٍ
তাশদীদের মধ্যে পার্থক্য	اِتَّخَذْتُ - اِتَّخَذْتُّ
ভাষার বা শব্দের ভিন্নতা (ইমালাহ)	মাজরেহা- মুজরাহা

কোরআনের ভাষায় কোরআনের পরিচয়

কোরআনের নামসমূহ

আল-কোরআনের নামসমূহের মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ বা ব্যবহৃত নাম হচ্ছে **কোরআন**। এই **কোরআন** শব্দটি আল-কোরআনের মধ্যে এসেছে ৬১বার। তারপরও আল্লাহ কোরআনকে আরও অনেক নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন,

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর **ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)** নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।
(সূরা আল-ফুরকান: ১)

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের নাম সমূহের সর্বমোট সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ৫৫টি নাম আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ৯০টিরও বেশি নাম। যারা ৯০টি নাম বলেছেন তারা মূলত পবিত্র কোরআনুল কারীমের গুণগত (সিফাত) নামসমূহ, যেমন, মাজীদ, কারীম, ইত্যাদিকেও কোরআনের আসল নাম হিসেবে গণনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তবে এই নাম গুলোর মধ্যে সর্বমোট ৫টি নাম হল সর্বাধিক পরিচিত বা উল্লেখযোগ্য যা কোরআনের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন,

কোরআনের নামসমূহ		
নাম	**অর্থ**	**সূরা**
আল-কোরআন	কোরআন বা পঠিত কিতাব	ইয়াসীন:২
আল-কিতাব	বই বা ধর্মগ্রন্থ	আল বাকারাহ:২
আয-যিকর	উপদেশ বাণী	আল হিজর:৬
আল-ফুরকান	সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী	আল ফুরকান:১
আত-তানযীল	ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল করা	ইয়াসীন:৫

বি:দ্র: উপরোক্ত সূরাগুলো ছাড়াও আরো অনেক সূরাতে উপরোক্ত নামগুলো পাওয়া যায়।

সিফাত বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোরআনের নাম

কোরআনের সিফাত এবং কোরআনের নাম কিন্ত এক না। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা কোরআনকে অনেক নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং কোরআনের অনেক আয়াতে কোরআনের অনেক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন,

কোরআনের সিফাত সমূহ		
আলো নূর (Light)	**পথ নির্দেশক** হুদা (Guidance)	**নিরাময়** শিফা (Healing)
দয়া রহমাত (Mercy)	**আশীর্বাদ** মুবারাক (Blessing)	**সুসংবাদ** বুশরা (Good Tidings)
শক্তিশালী আযীয (Mighty)	**মহিমা** মাজীদ (Glorious)	**খুশির বার্তা আনয়নকারী** বাশীর (Bringer of Glad Tidings)
সতর্ককারী নাদীর (Warner)	**পবিত্র** করীম (Noble)	**উত্তম বক্তৃতা** আহসানুল হাদীস (the Best of Speech)

আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব

পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআন হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব যাতে আছে আল্লাহর অলৌকিক বাণী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২)

এতে নেই মানবজাতি, জ্বীন জাতি ও ফেরেশতাদের নিজস্ব বক্তব্য বা মতামত।

আলোর দিশারী

কোরআন হচ্ছে নূর বা আলোর দিশারী যা শুধু নিজেকে আলোকিত করে না অন্যকেও আলোকিত করে। শয়তানের ও নফসের প্ররোচনায় পাপাচারের নিকষ অন্ধকারে লিপ্ত, যেমন, হিংসা, পার্থিব লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, শিরক ইত্যাদি থেকে মানবজাতিকে হেদায়েতের আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আলোর দিশারী বা নূর হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ¤

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।

(সূরা মায়িদাহ:১৫)

এবং তিনি আরও বলেন,

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।

(সূরা মায়িদাহ:১৬)

বিশ্বমানবতার দিক-নির্দর্শক

কোরআনুল কারীম হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের একটি দিক নির্দেশনা যা একটি সংগঠিত জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য উৎস। সেখানে বর্ণিত আছে মানবজাতির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন বিধান ও তা কীভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ইরশাদ করেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে। আর এটা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।

(সূরা আন-নাহল: ৮৯)

এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আরও ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ¤

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।
(সূরা ইউনুস:৫৭)

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোরআন রক্ষণাবেক্ষণকারী

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব, যেমন, তাওরাত, যাবুর এবং ইন্জিল, পরিবর্তিত এবং বিকৃত হয়েছিল ইহুদি, খ্রিস্টান দ্বারা। কিন্তু পবিত্র কোরআনুল কারীম হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। তা কখনোই পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কোরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাযতকারী আমি নিজেই। (সূরা হিজর:৯)

সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত

কোরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। কোরআন আগে যেমন পরিবর্তন এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল এখনো ঠিক তেমনি রয়েছে এবং থাকবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا

তারা কি কোরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।
(সূরা আন নিসা: ৮২)

বিশ্বাসীদের জন্য কোরআন হচ্ছে রহমত

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে নাযিল করেছেন। কোরআনের এই গুণ আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা প্রদর্শন করে মুমিনদের প্রতি। অর্থাৎ যারা কোরআন পড়বে এবং এর বিধি-নিষেধ মেনে চলবে অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমল করবে তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا¤

আর আমি কোরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

(বনী ইসরাঈল: ৮২)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

আল-কোরআন হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক কিতাব এবং তা হচ্ছে সব ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সবার ঊর্ধ্বে। বর্তমান সময়ের আধুনিক বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে তার সব কিছুই আল-কোরআনে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ¤

আমি তোমার প্রতি এমন এক বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, আর শুধু বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা থেকে (কোরআন) উপদেশ গ্রহণ করে।

(সূরা সাদ: ২৯)

আল্লাহ আরও বলেন,

يسٓ ۝ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ۝
ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ।
(সূরা ইয়াসীন:১-২)

بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ
বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা (কোরআন) সুস্পষ্ট নিদর্শন।
(সূরা আনকাবুত:৪৯)

মানবজাতির জন্য কোরআন হল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ

কোরআন হল আল্লাহর চিরন্তন অলৌকিক বাণী। কোন মানবজাতি বা অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষে কোরআনের মত করে নতুন কোন কিতাব রচনা করা বা নকল করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ছোট সূরা কাওসার দিয়ে challenge করেছেন আরবের কাফের সম্প্রদায়কে, এই সূরার মত আরেকটা সূরা রচনা করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ۝
নাকি তারা বলে, তিনি (মুহাম্মদ) এটি রচনা করেছেন? বলুন, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
(সূরা ইউনুস: ৩৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে অর্থাৎ প্রায় পনেরশত বছর পূর্বের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত এমনকি কিয়ামত পর্যন্তও কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি আর হবেও না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।
(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

একটি বড় ও জীবন্ত মু'জিযা হল আল-কোরআন

কোরআন হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি বড় মু'জিযা। কেননা শব্দগত আর উচ্চারণগত ৭ ধরণের পার্থক্যের সাথে কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তাতে অর্থগত কোন বিরোধ নেই। উচ্চারণগত পার্থক্য হয়, শব্দগত পার্থক্য হয় কিন্তু অর্থগত কোন পার্থক্য হয় না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

وعَن ابْنِ عَبَّاس (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اقْرَأَنِي جَبْرَئِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتَهُ فَلَمْ أَزَلْ اسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انتهى إلى سبعةِ أَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাকে এক রীতিতে কোরআন পড়ালেন, আর আমি তাঁকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহর নিকট এর [সংখ্যা] বৃদ্ধিকরণ চাইতে লাগলাম। তিনি আমার জন্য এটা বৃদ্ধি করতে লাগলেন, অবশেষে তা সাত রীতিতে পৌঁছল। রাবী ইবনে

শিহাব [যুহরী] (রঃ) বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট এটা পৌঁছেছে যে, এ সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই; হালাল-হারামে বিভিন্ন হয়। [বুখারী ও মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১১০)

বি:দ্র: উক্ত হাদীসে "হালাল-হারামে বিভিন্ন হয়" বলতে শুধু শব্দগত এবং উচ্চারণগত পার্থক্যকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে কোরআনের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি।

এছাড়াও আরবের কাফের-মুশরিক সম্প্রদায় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মু'জিযা দেখাতে বলল নবুওয়াতের সত্যতা স্বরূপ তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বললেন,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
তাদের জন্য (কাফেরদের) এই কিতাবই কি (মু'জিযা হিসাবে) যথেষ্ট নয়, যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়?
(সূরা আনকাবুত:৫১)

অর্থাৎ বিশ্ব মানবজাতির জন্য কোরআন নিজেই হচ্ছে একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং নবুওয়াতের স্পষ্ট দলিল।

কোরআন অধ্যয়ন করা সহজ

কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোরআন শেখা বা শেখানোকে সহজতর করে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর জন্য। তাই যেকোনো বয়সের মানুষ, যেমন, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ইচ্ছা করলেই কোরআন সহজে শিখে নিতে পারবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۝

আর আমি তো কোরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?

(সূরা আল-ক্বামার: ১৭)

আর এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনকে সাতটা রেওয়ায়াতে নাযিল করেছেন। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اقْرأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هُكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি হেশাম ইবনে হাকীম ইবনে হেযামকে সূরা 'ফুরকান' পড়তে শুনলাম আমি যেভাবে তা পড়ি তা হতে ভিন্নতররূপে, অথচ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তা পড়িয়েছেন। অতএব, আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম; কিন্তু [তখন সে নামাজ পড়ছিল, তাই] নামাজ শেষ করা পর্যন্ত তাকে সময় দিলাম। অতঃপর আমি তাকে তার চাদর গলায় পেঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন, তা হতে ভিন্নতররূপে আমি একে সূরা 'ফুরকান' পড়তে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং হেশামকে বললেন, হেশাম, তুমি তা পড় তো দেখি! সে সেরূপই পড়ল আমি তাকে যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরূপেও এটা নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি পড় দেখি! সুতরাং আমিও পড়লাম। শুনে তিনি বললেন, এটা এরূপেও নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কোরআন সাত

রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের [যার জন্য] যা সহজ হয় তাই পড়বে। [বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু শব্দ মুসলিমের]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১০৭)

রমযান মাস কোরআন নাযিলের মাস

রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ পাক বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ

রমযান এমন মাস যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।
(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫)

কোরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ওহী বা কোরআন নাযিলের সূচনা

সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয় যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন মক্কার নিকটবর্তী পাহাড় হেরা গুহায়। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৪০ বছর। আল-কোরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা ছিল "সূরা আলাক" এর প্রথম পাঁচ আয়াত।

কোরআন কিভাবে নাযিল হতো

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ওহী আসতো কখনো ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আবার কখনো জিব্রাইল (আঃ) মানুষের অথবা উনার আসল রূপ ধরে ওহী নিয়ে আসতেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْيَانًا يَأْتِيْنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرْسِ وَهُوَ أَشَدَّهُ عَلَى فَيُفْصِمْ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِى مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা হারেছ ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহী কোনো সময় আমার নিকট ঘণ্টার আওয়াজের মতো আসে। আর তা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রকৃতির ওহী। তবে এ অবস্থায় ফেরেশতা যা বলে তা শেষ হতেই আমি তাঁর নিকট হতে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোনো সময় ফেরেশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে

আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, বস্তুত আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি যখন তার অবসান হতো তখন তাঁর কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়ত। [বুখারী ও মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৭ম খন্ড:৫৫৯৪)

কোরআন নাযিলের ধাপসমূহ

পবিত্র কোরআন তিনটি ধাপে নাযিল হয়েছিল। যথা,

প্রথম ধাপ

কোরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে লাওহে মাহফুজে। এই কোরআন কখন এবং কিভাবে লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত হয়েছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে ধারণা করা হয় যে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই তা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত আছে। কোরআন যে নাযিল হয়েছে লাওহে মাহফুজে, তা বলা হয়েছে সূরা আল বুরুজ এর ২১-২২ নাম্বার আয়াতে। যেমন,

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ¤ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ¤

বস্তুতঃ এটা সম্মানিত কোরআন, যা লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত আছে।

(সূরা আল-বুরূজ: ২১-২২)

দ্বিতীয় ধাপ

এই ধাপে কোরআন নাযিল হয় সর্বনিম্ন আকাশে অর্থাৎ দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশ যাকে বাইতুল ইজ্জাত (সম্মানের আবাস) বলা হয়। লাইলাতুল কদরের রাতে (রামাদানের ২৭তম

রাতে অথবা ২১ রামাদানের পরে যে কোন এক বেজোড় রাতে) বাইতুল ইজ্জাতে প্রথমবার সম্পূর্ণ কোরআন একসাথে নাযিল করা হয়। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি ইহা (কোরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বদরে।

(সূরা আল-ক্বাদর: ১)

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ ۚ

নিশ্চয়ই আমি একে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি।

(সূরা আদ-দুখান: ৩)

এখানে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল ক্বদরকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং উপরের এই ২টি আয়াত ইঙ্গিত করে যে, কোরআন নাযিলের দ্বিতীয় পর্যায়টি ঘটেছিল একটি মাত্র রাতে যেটা হচ্ছে গিয়ে রামাদানের শেষ দশ রাতের যে কোন এক বেজোড় রাতে।

তৃতীয় ধাপ

তিনটি ধাপের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশেষ ধাপ। এই ধাপে কোরআন নাযিল হয় হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে। কোরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল রমযান মাসের সেই ঐতিহাসিক দিনে বা তারিখে, যে তারিখে পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ

আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তার প্রতি, যেদিন দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছে।

(সূরা আনফাল: ৪১)

তবে রমযান মাসের সেই রাতটি কত তারিখ ছিল তা নিয়ে স্কলার্সদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কোনো কোনো স্কলার্সদের মতে রমযান মাসের ১৭ তারিখে আবার কোনো কোনো স্কলার্সদের মতে রমযান মাসের ১৯ তারিখে আবার কোনো কোনো স্কলার্সদের মতে রমযান মাসের ২৭ তারিখের কোন এক রাতে কোরআন নাযিল শুরু হয়েছিল। ("তাফসীরে জামেউল বয়ান": ১০/৭ মিসর। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) রচিত)

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সম্পূর্ণ কোরআন একসাথে নাযিল হয়নি। বরং তা নাযিল হয়েছে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ ২৩ বছরে। কখনো একটি ছোট্ট আয়াত আবার কখনো আয়াতের একটি অংশ আবার কখনো একাধিক আয়াত এক সাথে নাযিল হত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

আর এই ২৩ বছরের নবুওয়াতের জিন্দেগীর মধ্যে ১৩ বছর কোরআন নাযিল হয়েছে মক্কাতে এবং ১০ বছর নাযিল হয়েছে মদিনাতে।

কোরআন নাযিলের ধাপসমূহ		
প্রথম ধাপ	লাওহে মাহফুজ	সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে
দ্বিতীয় ধাপ	বাইতুল ইজ্জাত	লাইলাতুল ক্বদরের রাতে
তৃতীয় ধাপ	হযরত মোহাম্মদ (সা:)	ধীরে ধীরে দীর্ঘ ২৩ বছরে

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ধারাবাহিকভাবে অবতরণের কারণ

পবিত্র কুরআনুল কারীমের পূর্বে যত আসমানী কিতাব, যেমন, তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল, সবগুলোই সম্পূর্ণ একসাথে নাযিল হয়েছিল। এগুলো কোরআনের মত ধারাবাহিকভাবে ও ধীরগতিতে অবতীর্ণ হয়নি।

তাছাড়া আরবের কাফের-মুশরিক সম্প্রদায় কোরআন ধীরগতিতে নাযিল হওয়ার কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জানতে চেয়েছিল। কেননা তারা সম্পূর্ণ কাসীদা (কবিতা) একসাথে শুনে অভ্যস্ত আর এই ধরনের ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমিক অবতরণ তাদের কাছে একটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কোরআনের মাঝেই দিয়েছেন।

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا¤ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا¤

কাফিররা বলে- তার কাছে পুরো কোরআন এক সাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি। তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা সুদৃঢ় করার জন্য আমি তোমার কাছে তা ধীরে ধীরে পরিকল্পিত স্তরে ক্রমশঃ আবৃত্তি করিয়েছি। তারা আপনার কাছে যে কোনো বিষয় নিয়েই আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

(সূরা আল-ফুরকান: ৩২-৩৩)

ইমাম রাযি (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে পবিত্র কোরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়ার যেসব হেকমত রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম হল এরকম,

- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সম্পূর্ণ কোরআন স্মরণ রাখা এবং আত্মস্থ করা কঠিন হয়ে যেত যদি পুরো কোরআন একসাথে নাযিল করা হতো। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিরক্ষর (উম্মি)। তিনি লেখাপড়া জানতেন না।

- যদি সম্পূর্ণ কোরআন একসঙ্গে নাযিল হতো তাহলে এর সকল হুকুম-আহকাম পালন করাও আবশ্যক হয়ে পড়তো। আর সেটা ধারাবাহিক নাযিলের হেকমত ও বিচক্ষণতার বিপরীত, শরীয়তে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হতেন সেসব কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা সহজ হয়ে যেত এবং তাঁর অন্তর আরও দৃঢ় হতো এই আল-কোরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়ার কারণে
- আরবের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন।

কোরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোরআন সংকলনের পাঁচটি ধাপ রয়েছে। যথা,

১। প্রথম ধাপ - রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ

২। দ্বিতীয় ধাপ - আবু বকর (রাঃ) এর যুগ

৩। তৃতীয় ধাপ - উসমান (রাঃ) এর যুগ

৪। চতুর্থ ধাপ - তেলাওয়াত সহজকরণের পদ্ধতি

৫। পঞ্চম ধাপ - কোরআনুল কারীমের মুদ্রন

প্রথম ধাপ - রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় কোরআন তিনভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। সেগুলো হল,

মুখস্থ করার মাধ্যমে

কোরআন সংরক্ষণের মূল ভিত্তি মুখস্থ করার উপর বিদ্যমান ছিল। ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মুখস্ত করে নিতেন এবং সাথে সাথে সাহাবীদের একটি বড় অংশও তা মুখস্ত করে নিতেন।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখস্তের অংশ প্রতি বছর একবার জিব্রাইল (আঃ) কে শোনাতেন আর উনার মৃত্যুর বছর তিনি দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রতি বছর জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে একবার কোরআন মাজীদ শোনাতেন ও শুনতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দু'বার শুনিয়েছেন। প্রতি বছর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। [সহিহ বুখারী: ৪৯৯৮]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস

লেখার মাধ্যমে

ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে তা লিখে ফেলা হতো কোন প্রশস্ত হাড়, কাগজ (যা ছিল দুর্লভ), খেজুরের ডাল, পাথর, চামড়া, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ইত্যাদির উপর। কেননা তখনকার সময়ে এগুলোই ছিল লেখার

একমাত্র উপকরণ। লেখা শেষ করার পর সাহাবীরা তা পড়ে শোনাতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এবং লেখার মধ্যে কোন ভুল হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ঠিক করে দিতেন।

ওহী লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ৪০ জন সাহাবী যাদেরকে বলা হয় 'কাতিবুল ওয়াহী'। আর এই কাতিবুল ওয়াহীগণের মধ্যে অর্থাৎ এই ওহী লেখকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন যায়েদ ইবনু সাবিত (রাঃ) যাকে 'কাতিবুন নাবী' বলা হতো। ওহী লেখা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (আঃ) নিজের এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর দেহ মোবারক প্রচুর ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। পবিত্র দেহে ঘামের ফোঁটা মুক্তোর দানার ন্যায় টলে টলে পড়ত। যখন এ অবস্থা শেষ হয়ে যেত তখন আমি দুম্বার চওড়া হাড় কিংবা এর স্বাদৃশ্য লিখনিযোগ্য কোনো বস্তু নিয়ে হাজির হতাম। আমি লিখতে থাকতাম আর তিনি লিখাতে থাকতেন। এমনকি যখন আমি লেখা শেষ করতাম, তখন কোরআন নকল করার ওজনে আমার কাছে এমন অনুভব হতো যেন আমার পা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি আর কখনো আমার পায়ের উপর চলতে পারব না। লেখা সমাপ্ত হলে তিনি বলতেন, 'পড়'। আমি তাঁকে পড়ে শুনাতাম। আমি কোনো ভুল-ত্রুটি করলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর সেটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতাম।
(উলুমুল কুরআন, ত্বাকী উসমানী, পৃ-১৮৫)

কাতিবগণ ছাড়াও কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন যারা লেখাপড়া জানতেন তারাও নিজেদের জন্য পৃথকভাবে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ কোরআনের অনুলিপি তৈরি করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তা পাঠ করে তাদের অনুলিপির বিশুদ্ধতা যাচাই করে নিতেন। আর নিম্নোক্ত হাদীস দুটি থেকে তা প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকেই সাহাবীগণের নিকট কোরআনের অনুলিপি বিদ্যমান ছিল, যেমন হাদীসে এসেছে,

وَعَن ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمَنْ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو.

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুভূমিতে কোরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]
(মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, কোরআন নিয়ে ভ্রমণ করো না। কেননা এটা শত্রুর হাতে পড়ে যাবার সম্পর্কে আমি নিরাপদ মনে করি না।)
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৯৩)

আরও একটি হাদীস আছে যে,
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اوس الثَّقَفِى عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمَصْحَفِ الْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتَهُ فِي الْمَصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلَى ذُلِكَ إِلَى الْفَى دَرَجَة.

[তাবেয়ী] হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সাকাফী (রঃ) তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আওস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মাসহাফ ব্যতীত মুখস্থ কোরআন পড়া এক হাজার মর্যাদা রাখে, আর তা মাসহাফে পড়া মুখস্থ পড়ার দুই গুণ তথা দুই হাজার পর্যন্ত মর্যাদা রাখে।
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৩)

সুতরাং যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে অনুলিপি না থাকতো তাহলে কোরআন মাজীদ দেখে তেলাওয়াত করার বা তা নিয়ে শত্রুর দেশে বা এলাকায় সফর করার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে কাতিবগণ কোরআনের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নির্দেশনা দিতেন জিব্রাইল (আঃ) থেকে প্রাপ্ত ওহীর আলোকে।

উসমান ইবন আবিল 'আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম; হঠাৎ তিনি চোখ তুলে ওপরে দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ পর চোখ নামিয়ে বললেন, "আমার কাছে জিব্রাইল (আ:) এসেছিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন এই আয়াত যেন এই সূরার এই জায়গায় স্থাপন করি।" [মুসনাদে আহমেদ]

সুতরাং এখানে থেকে বুঝা যায় যে, আয়তের ধারাবাহিকতা আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে। আর তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যেভাবে কোরআনের সূরার আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা সাজানো হয়েছিল এখনো বর্তমানে ঠিক সেভাবেই সাজানো আছে।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিত অবস্থায় অর্থাৎ এখনকার মত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কোরআন নাযিল হচ্ছিল বিধায় এতে কোরআনের কোন আয়াত বা বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর সম্ভবত একারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় আল-কোরআন এক জায়গায় একত্রিত করা হয় নি।

দৈনন্দিন জীবনে আমল করার মাধ্যমে

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কোন আয়াত নাযিল হতো তখন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে আমল করতেন। আর যদি কোনো

আয়াত তাদের বোধগম্য না হত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে তা বুঝিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় ধাপ - আবু বকর (রাঃ) এর যুগ

কোরআন সংকলনের কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় বিভিন্ন জায়গায় যা লিখা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল অসম্পূর্ণ কপি। কেননা তখন তা পুস্তকাকারে একত্রিত ছিল না এবং তা বিচ্ছিন্নভাবে ছিল বিভিন্ন সাহাবীর কাছে, যেমন, কারো কাছে ছিল একটি আয়াত আবার অন্য কারো কাছে কয়েকটি আয়াত অথবা একটি সূরা অথবা পাঁচ-দশটি সূরা ইত্যাদি।

যখন ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক কোরআনের হাফেয শহীদ হন তখন উমর (রাঃ) আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে এভাবে জিহাদে কোরআনের হাফেযগণ শহীদ হলে কোরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আর তাই তিনি আবু বকর (রাঃ) কে কোরআন একত্রীকরণের ব্যাপারে অনুরোধ করেন। যদিও আবু বকর (রাঃ) প্রথমে ইতস্তত করছিলেন কোরআন একত্রীকরণের ব্যাপারে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেননি তা তিনি করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু পরে কোরআন একত্রীকরণের পক্ষে আল্লাহ উনার অন্তর প্রশস্ত করে দেন এবং অবশেষে তিনি কোরআন সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন,

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَه. قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِىْ فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَإِنِّىْ أَخْشٰى أَنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَإِنِّىْ أَرٰى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِىْ فِيهِ حَتّٰى شَرَحَ اللهُ صَدْرِىْ لِذٰلِكَ وَرَأَيْت الَّذِىْ رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا

نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا أَمَرَنِىْ بِه مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ: قُلْتُ كَيفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَه صَدْرَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ أَجْمَعُه مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُورَة التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ أَبِىْ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِىِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِه ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَه ثمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِى

তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পর পর খলীফাতুর রাসূল আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। দেখলাম উমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর কাছে উপবিষ্ট। আবু বকর (রাঃ) বললেন, উমর আমার কাছে এসে খবর দিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কোরআনের হাফেয শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আশংকা হয়, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে এভাবে হাফেয শহীদ হতে থাকলে কোরআনের অনেক অংশ লোপ পেয়ে যাবে। তাই আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কোরআনকে মাসহাফ বা কিতাব আকারে একত্রিত করতে হুকুম দেবেন। আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি ‘উমরকে বললাম, এমন কাজ কিভাবে আপনি করবেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি? উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ। এটা হবে একটা উত্তম কাজ। উমর (রাঃ) এভাবে আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহ এ কাজের গুরুত্ব বুঝার জন্য আমার হৃদয় খুলে দিলেন এবং আমিও এ কাজ করা সঙ্গত মনে করলাম। যায়েদ (রাঃ) বলেন, আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক যার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ সংশয় নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহীও তুমি লিখতে। তাই তুমিই কোরআনের আয়াতগুলো খোঁজ করো এবং এগুলো

গ্রন্থাকারে (মাসহাফ) একত্র করো। যায়েদ (রাঃ) বলেন, তারা যদি আমাকে পাহাড়সমূহের কোন একটিকে স্থানান্তরের দায়িত্ব অর্পণ করতেন তা-ও আমার জন্য কোরআন একত্র করার দায়িত্ব অপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হত না। যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, যে

কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, এমন কাজ আপনারা কী করে করবেন? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা বড়ই উত্তম কাজ। মোটকথা, এভাবে আবু বকর (রাঃ) আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কেও এ গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য খুলে দিলেন, যে কাজের জন্য আবু বকর ও উমরের হৃদয়কে খুলে দিয়েছিলেন। অতএব খেজুরের ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড়, মানুষের (হাফেযদের) অন্তর ও স্মৃতি হতে আমি কোরআনের আয়াত সংগ্রহ করতে লাগলাম। সর্বশেষ আমি সূরা আত্ তাওবার শেষাংশ, 'লাকদ জা-আকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম' হতে সূরার শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করলাম আবু খুযায়মাহ্ আনসারীর কাছ থেকে। এ অংশ আমি, তিনি ছাড়া আর কারো কাছে পাইনি। যায়দ (রাঃ) বলেন, এ লিখিত সহীফাহগুলো আবু বকর (রাঃ) এর কাছে ছিল যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেননি। তারপর ছিল উমর (রাঃ)-এর কাছে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত। তারপর তাঁর কন্যা হাফসা (রাঃ)-এর কাছে ছিল। [সহীহ বুখারী:৪৯৮৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী:২৩৭২, সহীহ ইবনু হিববান:৪৫০৬]

কোরআন সংকলন পদ্ধতি

আবু বকর (রাঃ) কোরআন একত্রিত করার দায়িত্ব দেন যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে কারণ তিনি ছিলেন একজন কোরআনের হাফেয এবং বুদ্ধিমান যুবক। তাছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় ওহী লিখতেন। অতএব কোরআন একত্রিত করার লক্ষ্যে জনসাধারণের সামনে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হলো যে,

"যার কাছে কোরআনের কোনো আয়াত লিখিত থাকে, সে যেন তা হযরত যায়েদের কাছে নিয়ে আসে।"

(ফাতহুল বারী : ৯/১১ ইবনে আবী দাউদ কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল মাসাহিফের উদ্ধৃতিসহ')(উলুমুল কুরআন, ত্বাকী উসমানী, পৃ-১৮৯)

আর তাই যখন কেউ কোরআনের আয়াত নিয়ে আসতেন তখন যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন। যেমন,

১.

যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) ছিলেন একজন কোরআনে হাফেয। আর তাই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর মুখস্থের অংশের সাথে সংগ্রহীত কোরআনের অংশ যাচাই করে নিতেন।

২.

হযরত আবু বকর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন হযরত উমর (রাঃ) কে কোরআন সংরক্ষণের কাজে হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা) কে সহযোগিতা করার জন্য। তিনি উমর (রাঃ) ও যায়িদ (রাঃ) কে বলেছিলেন,

"তোমরা দু'জন মাসজিদের দরজায় বসো, কেউ আল্লাহর কিতাবের কোন অংশ দু'জন সাক্ষীসহ নিয়ে আসলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।"
[আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান (কায়রো: মাতবা'আ হিজাযী ১৯৪১)]

হযরত উমর (রাঃ)ও ছিলেন কোরআনের হাফেয এবং তিনিও তাঁর মুখস্থের অংশের সাথে সংগ্রহীত কোরআনের অংশ যাচাই করে নিতেন। আর এভাবেই কেউ কোন আয়াত নিয়ে এলে হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত যায়িদ (রাঃ) উনারা যৌথভাবে কোরআনের আয়াত সংগ্রহ করতেন এবং নিজেদের হিফযের সাথে তা মিলিয়ে নিতেন।

৩.

শুধু তাদেরই আয়াত নেয়া হতো যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে তা পাঠ করে তাদের অনুলিপির বিশুদ্ধতা যাচাই করেছেন এবং তারা যে এ কাজ করেছেন

সেটার সমর্থনে কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করেছেন। অন্যথায় যায়িদ (রাঃ) কারো আয়াত গ্রহণ করতেন না।

ব্যতিক্রম

যায়িদ (রাঃ) সূরা আত তাওবার শেষ দুটো আয়াত লিখিত অবস্থায় পেয়েছিলেন শুধুমাত্র আবু খুযাইমাহ্ আল-আনসারী (রাঃ) এর কাছে। অন্য কারো কাছে এই দুটো আয়াত লিখিত অবস্থায় পাওয়া না গেলেও তিনি তা গ্রহণ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. صحيح

উমারাহ ইবনু খুযাইমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তার চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের কাছ হতে একটি ঘোড়া কিনলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘোড়ার দাম নেয়ার জন্য তাঁর পিছে পিছে আসতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত চলতে লাগলেন। তাতে বেদুঈন পিছে পড়ে গেলো। তখন কতিপয় ব্যক্তি বেদুঈনের সামনে এসে দরদাম করতে শুরু করলো। তারা জানতো না যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কিনেছেন। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডেকে বললো, যদি আপনি কিনতে চান তবে কিনুন, নতুবা আমি এটা বিক্রি করে দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনের ডাক শুনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমার কাছ হতে এটা ক্রয় করিনি? বেদুঈন বললো, আল্লাহর কসম! না, আমি আপনার নিকট তা বিক্রি করিনি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমার কাছ হতে এটা কিনেছি। বেদুঈন বলতে লাগলো, তাহলে সাক্ষী পেশ করুন। তখন খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি এটা তাঁর নিকট বিক্রি করেছো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুযাইমাহকে বললেনঃ তুমি কী সাক্ষ্য দিচ্ছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথার সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুযায়মাহ্ এর একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করলেন। [সুনানে আবু দাউদ:৩৬০৭]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

৪.

অবশেষে যায়িদ (রাঃ) তাঁর লিখিত আয়াতগুলোকে বিভিন্ন সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত তাদের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপির সাথে যাচাই করে নিতেন।

যদি উপরোক্ত এই চারটি বিষয়ের কোন একটিতে মিল না থাকতো তাহলে যায়িদ (রাঃ) সেই আয়াত গ্রহণ করতেন না। আর এভাবেই যায়িদ (রাঃ) অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এবং সুচারু অনুসন্ধানের সহিত পুরো এক বছরের মতান্তরে প্রায় দুই বছরের প্রচেষ্টায় কোরআন লিপিবদ্ধের কাজ সম্পন্ন করেন।

(তারিখুল কোরআনিল কারিম, তাহের আল কুরদি; খ. ১, পৃ. ২৮)

আর আবু বকর (রা) এর সংকলিত কোরআনের বৈশিষ্ট্য

আর আবু বকর (রা) এর সংকলিত কোরআনকে বলা হতো উম্ম বা আদি কোরআন। কেননা এটিই ছিল প্রথম লিখিত সুবিন্যস্ত কোরআন আর এই কোরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য হল,

- সূরার আয়াতগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত ক্রমধারা অনুসারে সাজানো হয়েছে।
- সূরাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়নি। প্রত্যেকটা সূরাকে আলাদা আলাদাভাবে পুস্তক এর মত করে সাজানো হয়েছিল
- তা সাতটি আহরুফ বা সাতটি ভাষারীতিতে লেখা হয়েছিল।
- যেগুলোর তেলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত এই কোরআন তাঁর কাছে ছিল। তারপর ছিল উমর (রাঃ) এর কাছে এবং তাঁর শাহাদাতের পর তা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী ও উমর (রাঃ) এর মেয়ে হযরত হাফসা (রাঃ) এর কাছে।

তৃতীয় ধাপ - উসমান (রাঃ) এর যুগ

কোরআন সংকলনের কারণ

উসমান (রাঃ) এর খিলাফতের সময় ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন উপভাষার কারণে লিপিতে ভিন্নতা দেখা দেয়। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন যে সাতটি আহরুফ বা ভাষারীতিতে নাযিল হয়েছে তা অন্যান্যদের মাঝে পুরোপুরি পরিচিতি লাভ করেনি। ফলশ্রুতিতে এ নিয়ে লোকদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। তারা শুধু নিজেদের ক্বেরাত ছাড়া বাকি অন্য সব ক্বেরাতকে ভুল আখ্যায়িত করতে শুরু করল। এক অভিযানে হুযায়ফা (রাঃ) কোরআনকে নিয়ে সৃষ্ট এই মতবিরোধ দেখলেন এবং তিনি বিষয়টি উসমান (রাঃ) কে অবগত করেন। আর তাই উসমান (রাঃ) অনারবদের মধ্য থেকে এই মতবিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে এবং কোরআনকে এসকল বিভেদ থেকে মুক্ত করার জন্য কোরআন সংকলনের পদক্ষেপ নেন।

কোরআন সংকলন পদ্ধতি

উসমান (রাঃ) বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে আলোচনা সভা করলেন এবং আলোচনা শেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সমগ্র মুসলিম জাহানে সাতটি ভাষারীতির মধ্য থেকে পবিত্র কোরআন মাজীদ শুধুমাত্র একটি ভাষারীতিতে হবে। ফলে মুমিনদের মধ্যে কোন ধরণের সন্দেহ বা সংশয় প্রবেশ করতে পারবে না।

অতএব এই সংকলনের কাজ সম্পাদন করার জন্য হযরত উসমান (রাঃ) নিম্নোক্ত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। যথা,

- উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ) এর নিকট থেকে আবু বকর (রাঃ) এর সংকলিত 'উম্ম' সাহীফাগুলো আনেন এবং কাজ শেষে তা হাফসা (রাঃ) কে আবার ফিরিয়ে দেন।

- চারজন সাহাবীর একটি দল গঠন করেছিলেন এবং তাদেরকে কোরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আর এই চারজন সাহাবী হলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), সা'ঈদ ইবনে আস (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে হারেস (রাঃ)। এই দলে পরে আরো অনেক সাহাবীগণ শামিল হয়েছিলেন এই চারজন সাহাবীকে সহযোগিতা করার জন্য।

- উসমান (রাঃ) এই চারজন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন কোরআন এর অনুলিপি কুরাইশের শব্দে বা আয়াত অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে। কারণ কোরআন সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছিল কুরাইশদের ভাষায়।

- এছাড়া উসমান (রাঃ) এই চারজন সাহাবীকে আবু বকর (রাঃ) এর সংকলিত 'উম্ম' এর আলোকে কোরআনের একটি অনুলিপি তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন যার মধ্যে সূরাগুলো ধারাবাহিক ভাবে সাজানো থাকবে।

অতএব এই চারজন সাহাবী আবু বকর (রাঃ) এর সংকলিত 'উম্ম' এর আলোকে নিম্নোক্ত কাজ সম্পন্ন করেন। যথা,

- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণের কাছে যতগুলো সহীফা ছিল সেগুলোকে আবার সংগ্রহ করে 'উম্ম' এর সাথে নতুন করে যাচাই করার পর মুসহাফে লিপিবদ্ধ করা হলো।

- সকল প্রসিদ্ধ বা মুতাওয়াতির ক্বেরাত অনুযায়ী যাতে তেলাওয়াত করা যায় সেজন্য আয়াতসমূহের মধ্যে কোন যের, যবর ও পেশ যোগ করা হয় নি। যেমন, نُنْشِزُهَا এই শব্দটিকে نَنْشِزُهَا হিসেবেও পড়া যায়। এখানে দুটি ক্বেরাতের মধ্যে উচ্চারণগত পরিবর্তন থাকলেও অর্থগত কোন পরিবর্তন নেই। উভয় ক্বেরাতই শুদ্ধ।

- সব সূরাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে একত্রিত করা হয় যা 'উম্ম' এর মধ্যে ছিল না।

উসমান (রাঃ) তাঁর একত্রিত করা সুহুফ বা লিপিগুলো থেকে ৭টি অনুলিপি তৈরি করেন এবং প্রতি কপি অনুলিপি বা মুসহাফ এর সাথে একজন দক্ষ ক্বারী (যারা তেলাওয়াত করতে জানতেন) নিযুক্ত করে তাদের মদিনা হতে বিভিন্ন অঞ্চলে (মক্কা, সিরিয়া, কুফা, বসরা, ইয়েমেন) প্রেরণ করেন যাতে তারা মানুষদের সঠিকভাবে কোরআন শিক্ষা দিতে পারেন। আর এর একটি কপি মদিনায় সংরক্ষণ করেন।

অবশেষে উসমান (রাঃ) পূর্বের অন্য সব সুহুফ বা লিপিগুলো ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি বা ফিতনা ছড়ানোর কোন সুযোগ না থাকে। আর তাই তিনি সাহাবীগণের নিকট বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন ক্বেরাতের সুহুফ বা লিপিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। উসমান (রাঃ) এর কোরআন সংকলন নিয়ে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন,

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ (رض) أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَدْرَ بَيْجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَافْزَعَ حُذَيْفَة اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةً لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ ارْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحَفِ نَنْسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةٌ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلْثِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمَصْحَفِ مِمَّا

نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مَصْحَفٍ أَنْ تُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ أَيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمَصْحَفَ قَدْ كُنتُ اَسْمَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي مِنَ اللهَ عَلَيْهِ مَا عَاهَدُوا صَدَقُوا الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ فَالْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمَصْحَفِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّى

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান খলিফা ওসমান গনী (রাঃ) এর নিকট মদিনায় আগমন করলেন, আর তখন তিনি [হুযায়ফা] ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। জনগণের বিভিন্ন রীতিতে কোরআন পাঠ হযরত হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। হযরত হুযায়ফা হযরত ওসমান (রাঃ) কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদি ও নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট বলে পাঠালেন যে, আপনার নিকট রক্ষিত কোরআনের সহীফাসমূহ [খণ্ডসমূহ] আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন! আমরা তা বিভিন্ন মাসহাফে [কিতাবে] অনুলিপি করে অতঃপর তা আপনাকে ফিরিয়ে দেব। হযরত হাফসা তা হযরত ওসমান (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন আর হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে হেশামকে তা অনুলিপি করতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাসহাফে তার অনুলিপি করলেন। সে সময় হযরত ওসমান (রাঃ) কুরাইশী তিনজনকে বলে দিয়েছেন, যখন কোরআনের কোনো স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা কোরআন [মূলত] তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করলেন, তখন হযরত ওসমান (রাঃ) উক্ত সহীফাসমূহ হযরত হাফসার নিকট ফেরত পাঠালেন এবং তাঁরা যা অনুলিপি করেছিলেন এর এক এক কপি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন, আর এটা ব্যতীত যে কোনো সহীফায় বা মাসহাফে লেখা কোরআনকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রাঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের পুত্র খারেজা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কোরআনের অনুলিপি তৈরি করি, তখন সূবা আহযাবের একটি আয়াত পেলাম না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পড়তে শুনেছি। অতএব, আমরা তা তালাশ করলাম এবং খুযাইমা ইবনে ছাবেত আনসারীর নিকট তা পেলাম। অতঃপর আমরা একে তার সূরায় মাসহাফে সংযোজন করলাম। তা হচ্ছে مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه [বুখারী]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১১৭)

চতুর্থ ধাপ - তেলাওয়াত সহজকরণের পদ্ধতি

উসমানী মুসহাফ অর্থাৎ উসমান (রাঃ) যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন তা ছিল পুরো নুকতা বা হামযাহ বা হরকত (যবর, যের, পেশ) বিহীন। সেই সময়ে এটা কোন সমস্যা ছিল না কারণ এটা ছিল আরবদের নিজেদের ভাষা। আর তাই তারা হরকত কিংবা নুকতা ছাড়াই পড়তে পারতেন যার ফলে তারা এগুলোর কোন (নুকতা বা হামযাহ বা হরকত) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি।

কিন্ত ইসলাম যখন অনারবদের কাছে পৌঁছাল অর্থাৎ অনারবরা যখন ইসলাম গ্রহন করলেন এবং তারা কোরআন পড়া শুরু করলেম তখন তাদের পড়া সহজতর করার জন্য নুকতা, হামযাহ এবং হরকত এর সংযোজন করা হয় যেন তারাও পড়তে পারেন। কারণ অনারবদের ভাষা আরবী ছিল না ফলে তারা বুঝতে পারতেন না কোন হরফ কীভাবে পড়বেন। তাদের জন্য যথেষ্ট কষ্টকর ছিল নুকতা, হামযাহ এবং হরকত ছাড়া পড়া।

নুকতা

নন-আরবদের পড়ার সুবিধার্থে উসমানী মুসহাফে প্রথম নুকতা সংযোজনের কাজটা করেছেন আবুল আসওয়াদ আদ দুআইলী (রহ:)।

হরকত

প্রথম হরকত সংযোজনের কাজটা করেছেন আবুল আসওয়াদ আদ দুআইলী (রহ:)। আর এজন্য তিনি,

- যবরের জন্য হরফের উপরে দিলেন একটা নুকতা।
- যের দিলেন হরফের নিচে একটা নুকতা দিয়ে।
- পেশ এর জন্য দিলেন হরফের সামনে একটা নুকতা
- আর তানবিনের জন্য দিলেন দুইটা নুকতা

হরফ এবং হরকত এর নুকতার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে হল?

হরফের নুকতার সাথে হরকতের নুকতার যাতে সংমিশ্রণ না হয় এবং হরকতকে আরো সহজতর করে তোলার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একটি পদক্ষেপ নেন। তিনি আবুল আসওয়াদ আদ দুআইলী (রহ:) এর আবিষ্কৃত হরকতের নুকতার পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত যবর, যের, পেশ এর উদ্ভাবন করেন। আর এ কাজ তিনি করান ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার (রহ:), নসর ইবনে আসেম (রহ:) এবং হাসান বসরী (রহ:) এর দ্বারা।

হামযাহ ও তাশদীদ

নুকতা ও হরকত উদ্ভাবনের কিছুকাল পর খলীল ইবনে আহমদ (রহ:) হামযাহ ও তাশদীদের সংযোজন করেন।

মনযীল

তখনকার সময়ে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ প্রত্যেক সপ্তাহে একবার কোরআন খতম দিতেন। এজন্য তাঁরা তেলাওয়াতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন যাতে সাত দিনের মধ্যে কোরআন খতম দিতে পারেন। আর এই পরিমাণকে বলা হয় 'হিযব' বা 'মনযীল' যা সাত ভাগে বিভক্ত এবং এই সাত ভাগই সাতটি মনযীল হিসেবে পরিচিত। যেমন,

হযরত আউস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটি মনযীলে কোরআন খতম করেন? তিনি উত্তরে বললেন, প্রথম মনযীলে তিনটি সূরা, দ্বিতীয় মনযীলে পাঁচটি সূরা, তৃতীয় মনযীলে সাতটি সূরা, চতুর্থ মনযীলে নয়টি সূরা, পঞ্চম মনযীলে এগারটি সূরা, ষষ্ঠ মনযীলে তেরটি সূরা এবং শেষ মনযীলে সূরা ক্বাফ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সূরা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।
(উলুমুল কুরআন, ত্বাকী উসমানী, পৃ-২০১)

ত্রিশ পারা

মানুষকে শিক্ষা দেয়ার সুবিধার্থে বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে পড়ানোর সুবিধার্থে কোরআনুল কারীমকে ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন হযরত উসমান (রাঃ) কোরআন সংকলনের সময়ই কোরআনকে ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

আখমাস এবং আ'শার

প্রত্যেক পাঁচ আয়াতের পর خ বা خمس চিহ্ন সংযোজন করা হয় যাকে বলা হয় আখমাস এবং প্রত্যেক দশ আয়াতের পর ع বা عشر চিহ্ন সংযোজন করা হয় যাকে বলা হয় আ'শার।

রুকু

রুকু'র চিহ্নের জন্য ع ব্যবহার করা হয় যেখানে একটা কাহিনী বা টপিক বা প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। তাছাড়া এই চিহ্ন দ্বারা এটিও বোঝানো হয়েছে যে, নামাজে এখানে এসে রুকুতে যাওয়া যাবে। যেমন, ফাতোয়ায়ে আলমগীরিতে বলা হয়েছে,

মাশায়েখগণ পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ৫৪০টি রুকু'তে বিভক্ত করেছেন এবং কোরআনের কপিতে তাঁরা এর জন্য আলামত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন (তারাবীর সালাত) সাতাশতম রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়।

(ফাতোয়ায়ে আলমগীরি:১\৯৪), (উলুমুল কুরআন, ত্বাকী উসমানী, পৃ-২০৩)

ওয়াক্কফের চিহ্নসমূহ

ওয়াক্কফ মানে হল বিরতি নেয়া আর এগুলো দ্বারা বোঝানো হয় যে কোথায় বিরতি নেয়া উত্তম আর কোথায় বিরতি নেয়া উত্তম না। ওয়াক্কফের চিহ্ন সংযোজন করা হয়েছে যাতে তেলাওয়াত করার সময় অর্থের বিকৃতি না ঘটে যা মানুষকে কুফুরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। ওয়াক্কফের অধিকাংশ চিহ্ন সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (রহ:)। অতএব এই চিহ্নগুলো হল,

১। (ﻻ) এই চিহ্নকে 'লা তাকিফ ' বলে। এই ﻻ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্কফ না করার হুকুম। তবে অনেক স্থান রয়েছে যেখানে ওয়াক্কফ করা যাবে এবং এর পরবর্তী আয়াত থেকে তেলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে উত্তম হচ্ছে এখানে থামলে পরের শব্দ থেকে শুরু না করে বরং পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া।

২। (ط) এই চিহ্ন কে 'ওয়াক্কফে মুত্বলাক্ব' বলে। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্কফ করা উত্তম, তবে ওয়াক্কফ না করলেও জায়েজ হবে।

৩।(م/م)

এই চিহ্নকে ' ওয়াক্বফে লাযিম ' বলে। এখানে ওয়াক্বফ করতেই হবে। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্বফ না করলে বিপরীত অর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই ওয়াক্বফ করা অবশ্যই দরকার।

৪। (ج) ওয়াক্বফে জায়েয বলে। ওয়াক্বফ না করা জায়েয আছে তবে ওয়াক্বফ করা উত্তম।

৫। (ز) এই চিহ্ন কে 'ওয়াক্বফে মুজাওওয়ায' বলে। এইরূপ স্থানে ওয়াক্বফ করা, না করা উভয় জায়েজ, তবে, না করা ভাল।

৬। (ص) এই চিহ্ন কে 'ওয়াক্বফে মুরাখখাস' বলে। এইরূপ স্থানে ওয়াক্বফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল কারণ এখানে কথা পুরো হয় নি। কিন্তু আয়াত দীর্ঘ হওয়ার কারণে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে এখানে ওয়াক্বফ করা উচিত অন্য স্থানে ওয়াক্বফ করার চাইতে।

উপরোক্ত এই ছয়টি চিহ্ন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (রহ:) উদ্ভাবন করেছেন। তবে এই ছয়টি চিহ্ন ছাড়াও কোরআনে আরো কয়েকটি চিহ্ন আছে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো হল নিম্নরূপ,

১। (০ - ৩) আয়াত শেষ হইলে উক্তরুপ একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্নকে 'ওয়াক্বফে তাম' বলে। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্বফ করতে হবে। কিন্তু ওয়াক্বফে তামের উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকলে, যেমন- لا - ص - ز - ج - ط - م ইত্যাদি এই চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াক্বফ করা বা না করা জায়েজ হবে।

২। (قف) - এই চিহ্নকে 'ওয়াক্কফে আমর' বলে। এটি ওয়াক্কফ করার জন্য নির্দেশ করে।

৩। (ق) - এই চিহ্নকে 'ক্বিলা আলাইহি ওয়াক্‌ফুন বলে। অর্থাৎ কেউ ওয়াক্কফ করতে বলেন আবার কেউ না করতে বলেন; তবে ওয়াক্কফ না করা ভাল।

৪। (صل) - এই চিহ্নকে "ক্বদ- ইউছালু" বলে। এই স্থানে ওয়াক্কফ করা উত্তম । তবে ওয়াক্কফ না করলেও ক্ষতি নাই।

৫। (صلى) - এই চিহ্নকে "ওয়াছলে আওলা' বলে। এইরূপ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্কফ করলেও ক্ষতি নাই।

৬। (س - سكته) এই চিহ্নকে 'সাকতাহ' বলে। নিঃশ্বাস না ফেলে কিছু সময়ের জন্য থেমে তারপর নিঃশ্বাস না ফেলেই আবার তিলাওয়াত করে যেতে হবে।

৭। وقفه/وقفة - এই চিহ্নকে "ওয়াকফা" বলে। এই স্থানে সাকতার ন্যায় এমন ভাবে পাঠ করতে হবে যেন ওয়াক্কফের সময় শ্বাস চলে না যায়। তবে সাকতার থেকে একটু বেশি সময় ধরে থামতে হবে নি:শ্বাস না ফেলে।

৮। (∴ ∴)

এই চিহ্নকে "মু'আনাকা/আনাকহ" বলা হয়। এই চিহ্ন, শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। তিলাওয়াতে সময় প্রথম জায়গায় ওয়াক্কফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। কিংবা দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্কফ করলে প্রথম স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ যে কোন এক স্থানে মিলিয়ে পড়তে হবে। দুই জায়গায় ওয়াক্কফ করা যাবে না।

৯। (وقف غفران / غ) -এই চিহ্নকে "গুফরন" বলে। এই স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হয়।

১০। (وقف منزل / جبرايل / عى) - এই চিহ্নকে "ওয়াক্ফে জিব্রাইল" বলে । ওহী নাযিলের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ স্থানে থামতেন। এই স্থানে থামলে বরকত হয়।

১১। (ك) এই চিহ্নকে "কাদালিক" বলা হয়। এই চিহ্ন থাকলে থামার প্রয়োজন নেই।

১২। (قلى) এই চিহ্নকে "ওয়াক্ফুল আওলা" বলা হয়। এইরূপ স্থানে থামা উত্তম।

১৩। (وقف النبى / صى) - এই চিহ্নকে "ওয়াক্ফে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বলে। এইরূপ স্থানে থামা উত্তম এবং সুন্নাহ।

পঞ্চম ধাপ - কোরআনুল কারীমের মুদ্রন

আল-কোরআন হাতে লিখা হতো, ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে। তখন কোরআন লেখার জন্য আলাদা একটি দল ছিল যাদের সব মনযোগ ছিল কোরআন লেখার প্রতি।

ছাপাখানা আবিষ্কারের পর ১১১৩ হিজরীতে জার্মানির হামবুর্গ শহরে সর্বপ্রথম কোরআন মাজীদ ছাপানো হয়। এই ছাপানো কপিগুলোর মধ্যে একটি কপি এখনো মিশরের 'দারুল কুতুব' এ সংরক্ষিত আছে। এরপর বহু প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ কোরআন ছাপান কিন্তু এই ছাপানো কপিগুলো মুসলিম বিশ্বে কোন গ্রহনযোগ্যতা লাভ করতে পারে নি।
তারপর মুসলমানরা কোরআন ছাপানোর উদ্যোগ নেন আর মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ কাজ করেছেন মাওলায়ে উসমান। তিনি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোরআনুল কারীমের একটি কপি ছাপান। অনুরূপভাবে 'কাযান' শহরেও একটি কপি মুদ্রণ করা হয়। তবে পুরো পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ইরানের তেহরানে মুদ্রিত কোরআন যা ছাপানো হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লিথু মুদ্রণ যন্ত্রে।

কোরআন কিভাবে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে?

কোরআন তাওয়াতুরের মাধ্যমে মৌখিক এবং লিখিত আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাওয়াতুর হচ্ছে এক প্রজন্মের বিশাল সংখ্যক মানুষ দ্বারা আরেক প্রজন্মের বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে খবর পৌঁছানো যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। কারণ এখানে প্রত্যেক প্রজন্মে বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল আর এত বিপুল সংখ্যক মানুষের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। তাই কোরআন হল মুতাওয়াতির আর এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে কোরআন এভাবেই আসছে।

কোরআন মৌখিকভাবে পৌঁছার ধারাবাহিকতা

জিব্রাইল (আ:)

শাব্দিকভাবে এবং অর্থসহ
রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ক্বলবে নাযিল করেন

↓

রাসূলুল্লাহ (সা:)

শিক্ষা দিয়েছেন

↓

সাহাবী

রাসূল (সা:) এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং
বার বার পড়েছেন অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত।
তারপর শিখিয়েছেন

↓

তাবী'ঈ

শিখিয়েছেন

↓

তাবে-তাবেঈন

পৌঁছে দিয়েছেন

↓

এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম

এই পদ্ধতিতে কোরআন আমাদের কাছে এসেছে

কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন হচ্ছে একটি সর্বশেষ এবং সর্বাধুনিক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি বিশ্ববাসীর জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের অন্যতম প্রধান উৎস। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا
তোমরা কোরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে।[দারেমী হা/৩৩৭০, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮]

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাঠিত গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কোরআন শিক্ষা করা কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়। বরং মানবজীবনে এই কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম আর তা নিম্নে গুরুত্ব তুলে ধরা হল,

ইসলাম সম্পর্কে জানার মূল উৎস হল কোরআন শিক্ষা

কোরআন হচ্ছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের সংবিধান। আর আল্লাহ তা'আলার এই সংবিধানে মানবজাতির কেউই অতিরিক্ত কোন কিছুই যোগ করেনি বা মুছেনি বা পরিবর্তন করেনি। কেননা তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা

নিয়েছেন যা পরিবর্তন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর তাই তো ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে জানার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল কোরআন শিক্ষা করা। এ ব্যাপারে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব (আল-কোরআন), অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" [মিশকাত]

অতএব উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন শিক্ষা করা হচ্ছে শরীয়তের মূল ভিত্তি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন। কারণ এই কোরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যা অনুসরণ করলে মানবজীবন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কোরআন শিক্ষা করা ফরয

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে নাযিলকৃত আল কোরআনের প্রথম শব্দটি হচ্ছে إِقْرَأْ তথা পড় অর্থাৎ প্রথম আয়াতের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের পড়ার নির্দেশনা দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা আলাক্ব: ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে
গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।
(সূরা সোয়াদ: ২৯)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আল্লাহর কিতাব আল-কোরআন অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন। অতএব আল-কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হলে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম-আহকাম জানতে হলে এবং তা মেনে চলতে হলে অবশ্যই কোরআন শিক্ষা করতে হবে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা করআন শিক্ষা করাকে ফরয করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ। [সূনান ইবনে মাজা]

তাই নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করতে হলে প্রত্যেক মুসলিমকে কোরআন শিক্ষা করতে হবে। কোরআন শিক্ষা করার ব্যাপারে কোন ধরনের অবহেলা করা যাবে না। কোরআন শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

তোমরা কোরআন শিক্ষা কর এবং কোরআনকে আল্লাহর নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কোরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কোরআন শিক্ষা করে, (১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে। [বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮]

কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করা

কোরআন আলোকে জীবন গঠন করার জন্য কোরআন শিক্ষা করা হচ্ছে আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে ইহকালীন এবং পরকালীন জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। কোরআনের আলোয় ইহকালীন জীবন যেরকম পাক-পবিত্র, সুখ ও শান্তিময় হয়ে উঠে, তেমনি পরকালীন জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন কোরআন নির্দেশিত পথে হয়ে থাকে। কোরআন অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ¤

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

(সূরা আল-আরাফ: ৩)

এছাড়া হাদীসে এসেছে,

عن قتادة قُلْتُ لعائشة يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ. صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض

কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, "হে উম্মুল মু'মিনীন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" আয়েশা (রাঃ) বললেন, "তুমি কি কোরআন পড়েনি?" আমি বললাম, "ও অবশ্যই।" আয়েশা (রাঃ) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নবীর চরিত্র ছিল কোরআন।"

[সহীহ মুসলিম: ৭৪৬]

হাদীসের মান: সহীহ

আলী (রাঃ) বলেন,

اعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم.ْ

হে কোরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কোরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কোরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না'। [দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত]

সাহাবীগণ কোরআনের আলোয় তাঁদের জীবন গঠন করার জন্য কোরআনের শিক্ষাকে এত গুরুত্বের সহিত নিয়েছিলেন যে তাঁরা শুধুমাত্র কোরআনের দশ আয়াত শিক্ষা করতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল না করার পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী দশ আয়াত শিক্ষা করতেন না। যেমন, কোরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَمَا نَعْلَمُ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهُنَّ حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا أُنْزِلَ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ مِنَ الْعَمَلِ

আমরা যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম। [শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]

নামাজ আদায়ের জন্য কোরআন শিক্ষা আবশ্যক

নামাজ হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই নামাজের হিসাব নেওয়া হবে আর এই নামাজকে বলা হয় জান্নাতের চাবি। কেননা নামাজ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং এই ফরয ইবাদতটি পালন করার

জন্য কোরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য। আর নামাজ তখনই বৈধ হয় যখন নামাজের মধ্যে কোরআন থেকে কিছু অংশ অর্থাৎ কোরআনের কিছু আয়াত বা সূরা তেলাওয়াত করা হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক আল কোরআনে বলেছেন,

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ

অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।

(সূরা আল-মুযযাম্মিল:২০)

যেভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শিখিয়ে গেছেন, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে এমন কোন নামাজ নেই যেখানে সূরা ফাতিহা পড়া হয়না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার সালাত (নামায/নামাজ) হল না। [সহীহ বুখারী:৭৫৬]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

অন্যত্র এসেছে,

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا، جَلِيسَىْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْىَ خِدَاجٌ " . يَقُولُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِم. ْ

আহমাদ ইবনু জা’ফার আল মাফিরী (রহঃ) ... আবূ হুরয়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাত আদায় করল, কিন্তু তাতে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরাহ ফাতিহা) পাঠ করল না- তার এ সালাত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। [সহিহ বুখারী(ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৭৬৪, ইসলামিক সেন্টার: ৭৭৬))

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

তাই শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার জন্য হলেও কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

তাজবীদসহ কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব

সহীহভাবে কোরআন তেলাওয়াতের মূলনীতিগুলো হচ্ছে,

- কোরআনের প্রতিটি হরফের যথাযথ হক আদায় করা,
- মাখরাজ (হরফ উচ্চারণের স্থান) ও সিফাত (হরফ উচ্চারণের পদ্ধতি) ঠিক রাখা,
- ওয়াকফ (বিরতি নেয়া) ও ইবতিদাহ (বিরতির নেয়ার পর আবার শুরু করা) ঠিক রাখা।

আর উপরোক্ত নিয়মগুলো ঠিক রেখে তেলাওয়াত করাকে তাজবীদ বলে। যদি কোরআন তেলাওয়াত করার সময় তাজবীদের নিয়মগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা না হয় তাহলে অনেক সময় আয়াতের অর্থ এবং অর্থগত উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা থাকে যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে এমনটি করে সে পাপী হবে এবং কখনো কখনো এটি তাকে কুফরীর দিকে ধাবিত করতে পারে। যেমন,

ইবনুল জাযারী (রহ:) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুকাদ্দামাতুল জাযারীয়া'তে বলেছেন, তাজবীদ সহকারে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা যে ব্যক্তি তাজবীদ সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করে না সে গুনাহগার।

তাছাড়া তেলাওয়াত যদি সঠিক না হয় তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কোরআন শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করা হচ্ছে ফরজে আইন কারণ এটি হচ্ছে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার মূল ভিত্তি। অতএব কোরআন মাজীদ ধীরে-সুস্থে, সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করার জন্য কোরআন শিক্ষা করা জরুরি। আল্লাহ পাক বলেন,

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

আর কোরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমন্ডিত পন্থায়।

(সূরা আল-মুযযাম্মিল: ৪)

উপরোক্ত আয়াতের তারতীল শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, তারতীল অর্থ প্রত্যেক হরফের মাখরাজ ও সিফাত এবং ওয়াক্বফ ও ইবতিদাহ সম্পর্কে জানা।

এছাড়া হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَه أَجْرَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন আর যে কোরআন পাঠ করে এবং তাতে আটকে যায় এবং কোরআন তার উপর কষ্টদায়ক হয় তবে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। [বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক্ব ৪১৯৪]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদিসে তেলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের
সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর যারা কোরআন সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে পারে না, পড়লে আটকে যায়, কষ্ট হয় তাদের দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গী হতে হলে সাবলীল এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষা করা শিখতে হবে।

এছাড়া পবিত্র কোরআনুল কারীমকে সহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করার পাশাপাশি কোমল আওয়াজ দ্বারা সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে উৎসাহিত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন, একটি হাদীসে এসেছে,

وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حَسَنُوا الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুমধুর কণ্ঠস্বর কোরআনের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। [দারেমী]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০১৪)

এখানে সৌন্দর্য বলতে গানের সুরে তেলাওয়াত করাকে বুঝানো হয়নি। এখানে সৌন্দর্য বলতে কোরআনুল কারীমকে সহীহ-শুদ্ধভাবে, তাজবীদ সহকারে শিক্ষা করে তা তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।

আরবী ভাষায় কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব

কোরআনের আরবী ভাষাকে অন্য ভাষায় লিখে, যেমন, বাংলা বা ইংলিশ, যেকোনো এক ভাষায় লিখে বা রূপান্তর করে উচ্চারণ করে পড়াকে আলেমগণ হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কারণ কোরআন আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় রূপান্তর করলে প্রত্যেকটা আরবী হরফের যে হক অর্থাৎ কিছু মাখরাজ এবং সিফাত আছে তা আদায় হয় না। যেমন, আরবী শব্দ عليم (মহাজ্ঞানী) অথবা اليم (যন্ত্রণাদায়ক) যদি বাংলায় লেখা হয় তাহলে عليم এর ع এর হক এবং اليم এর ء এর হক বাংলায় সঠিক ও শুদ্ধভাবে আসবে না। কেননা হরফ ع এবং ء কে বাংলা ভাষায় আলাদা করা যায় না। তাই যারা বাংলায় কোরআন পড়বেন তারা আল্লাহকে মহাজ্ঞানী বলার স্থানে যন্ত্রণাদায়ক পড়ে ফেলবেন। এক হরফের স্থানে অন্য হরফ উচ্চারণের কারণে অর্থ বিকৃতির আশঙ্কা থাকে যা মারাত্মক গুনাহের কারণ হতে পারে। আর একারণেই আলেমগণ কোরআনকে আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা করা হারাম বলেছেন যা হরফসমূহের proper হক দিতে পারে না।

এছাড়া কোরআনের আরবী ভাষা হচ্ছে একটি unique ভাষা এবং তা অনুবাদ করা হচ্ছে জরুরী। যদি অনুবাদ না থাকতো তাহলে নন-আরবরা কোরআনের অর্থ জানতো না। কিন্তু এই অনুবাদ শুধুমাত্র নিকটতম অর্থ দেয়, accurate অর্থ দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, خوف এবং خشية এই দুইটি শব্দ এক নয় কিন্তু বাংলায় দুইটি শব্দকেই 'ভয়' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। আর এ কারণেই আরবী ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া কোরআন শুধু আরবীতে অধ্যয়ন করলে সওয়াব হয় অন্য ভাষায় অধ্যয়ন করলে সওয়াব হয় না।

কোরআন শেখা এবং শেখানোর গুরুত্ব

কোরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া হল সবচেয়ে উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিতেন আর এটিই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। আল কোরআনে এসেছে,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।

(সূরা আলে-ইমরান: ১৬৪)

সুতরাং মানুষের কাছে এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হতে হলে কোরআন শিক্ষা করতে হবে এবং অন্যকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ شُعْبَةُ " خَيْرُكُمْ " . وَقَالَ سُفْيَانُ " أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ . "

উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম ও অধিক মর্যাদাবান।

[বুখারী ৫০২৭-২৮, তিরমিযী ২৯০৭-৮, আবূ দাঊদ ১৪৫২, আহমাদ ৪০৭, ৪১৪, ৫০২; দারিমী ৩৩৩৮, ইবনু মাজাহ ২১২, সহীহাহ্ ১১৭৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৩০৬। তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস

কোরআন শিক্ষা করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। যেমন, উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন সর্বোচ্চ কোরআন হিফযকারীকে। যেমন,

وَعَن جَابِرٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي في القَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أخذاً للقُرآنِ ؟فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ . رواه البخاري

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কোরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। [সহিহ বুখারী: ১৩৪৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস

উক্ত ঘটনায় কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মান ব্যক্ত করা হয়েছে যা জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় পেয়ে থাকেন। আর কেউ যদি কোরআন শিক্ষা করার পর অন্যকে কোরআন শিক্ষা দেয় তাহলে সে শিক্ষাগ্রহণকারীর সমান সাওয়াব পাবে। হাদীসে এসেছে,

ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে।

[সুনান আত-তিরমীযি:২৬৭০]

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্জিত হয়

সাধারণত অবিশ্বাসীরা সম্পদ বলতে বুঝে টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, সুন্দর চেহারা বা অবয়ব, দামি পোশাক ইত্যাদি। আর এই ক্ষণস্থায়ী সম্পদকেই তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা কাঙ্খিত বিষয় হিসেবে মনে করে।

পক্ষান্তরে মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃত স্থায়ী সম্পদ হল আল্লাহর মনোনীত পথে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এই অমূল্য সম্পদ অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম হল কোরআন শিক্ষা করা।

কোরআনের দাওয়াত দেয়া

কোরআন শিক্ষা করে এর বাণী মানুষের কাছে সঠিকভাবে প্রচার করার কাজকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয করে দিয়েছেন। অতএব যথাযথভাবে কোরআন শিখে সেই শিক্ষা বিশ্ববাসীর কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে। আর এই ব্যাপারে আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ

হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। (সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭)

উক্ত আদেশের উপর ভিত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন মানুষের কাছে কোরআনের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার কাজে। এছাড়া এ দায়িত্ব পালন করার জন্য মুসলিম উম্মাহকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।" [সহীহুল বুখারী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১, দারেমী ২৩৩]
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

অতএব দ্বীনের এই দাওয়াতী কাজ সঠিকভাবে পালন করতে হলে অবশ্যই আমাদের আল-কোরআনকে জানতে হবে, আল-কোরআন থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। আর আল-কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে দ্বীনের এই দাওয়াতের কাজ কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আলে-ইমরান:১০৪)

ঈমান বৃদ্ধি এবং ঈমান মজবুত করে

কোরআন শিক্ষা করার মাধ্যমে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও ঈমান মজবুত হয়। এটি একটি অন্যতম মাধ্যম যা শিক্ষা করলে মানুষের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন হয়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর পথে সুদৃঢ় থাকতে সহায়তা করে। কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

(সুরা আনফাল:২)

অতএব উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোরআন চর্চা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে ও ঈমান মজবুত করে। আর যখন ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং মজবুত হয় তখন মানুষ তার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয় নির্দ্বিধায়। আর নিয়মিত কোরআন অধ্যয়নের সাথে জড়িত থাকলে অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি অনুভূত হয় এবং তা অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান অন্ধকার মরীচিকা দূরীভূত করে ঈমানকে মজবুত করে এবং প্রকৃত মুমিন হতে সাহায্য করে।

হেদায়াত লাভের মূল ভিত্তি

কোরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে শিক্ষা দেয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঠিক দিক-নির্দেশনা। যেমন, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার বিবরণ আছে এই কোরআনে।

আর এই কোরআনই হচ্ছে মানবজাতির জন্য হেদায়াতের একমাত্র অন্যতম কিতাব যা মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক এ বিষয়ে বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি তোমার কিতাবটি নাযিল করেছি। এটি এমন যে তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়েত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

(সুরা আন-নাহল:৮৯)

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ¤ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

নিশ্চয় এ কোরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(সূরা বনি ইসরাইল:৯-১০)

এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَ تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ . قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ " . فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ

يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " . خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ . وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ

আল-হারিস আল-আওয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সময় আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক নানারকম আলাপ করছে। আমি আলী (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, লোকেরা নানারকম আলাপ করছে? তিনি প্রশ্ন করলেন, তারা কি তাই করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ হুশিয়ার শীঘ্রই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ফিতনা হতে আত্মরক্ষার পন্থা কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা’আলার কিতাব (কোরআন)। এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের মাঝে ফায়সালার বিধান। এটা (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন অর্থহীন ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি গর্ববশে এটা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তা’আলা তার গর্ব চূর্ণ করবেন। এটাকে বাদ দিয়ে যে হিদায়াত খোঁজ করবে আল্লাহ তা’আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটা হল আল্লাহ্ তা’আলার মজবুত রশি, হিকমাত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরলপথ। তা অনুসরণ করলে মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না। আলিমগণ এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বারবার পড়লেও এটা পুরানো হয় না এবং এর সহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের শেষ নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা মাত্রই জিনেরা বলে উঠলো, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কোরআন শুনলাম যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি" (সূরাঃ জ্বিন-১, ২)। যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে সে অনুসারে আমল করে সে প্রতিদান পায়। যে এর সাহায্যে ফায়সালা করে সে ইনসাফ করে এবং যে এর দিকে আহবান করে সে সঠিক পথ

দেখায়। হে আওয়ার! তুমি এটা শক্তভাবে আকড়ে ধর। [জামে' আত-তিরমিজি:২৯০৬, যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২১৩৮)]

হাদীসের মান: দুর্বল হাদীস।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য কোথাও হেদায়াতের অন্বেষণ করবে আল্লাহ তাকে বিপথগামী করে দিবেন। আর তাই তো আমরা দেখতে পাই আজকের বিশ্বে অনেক বড় বড় ধায়ী আছেন, যেমন, আব্দুর রহমান গ্রীন, যারা কোরআন শিক্ষা করার মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে এখন ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

শারীরিক সুস্থতায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

পৃথিবীতে কিছু কিছু রোগ আছে যা সাধারণত দুনিয়াবী চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো যায় না, যেমন, বদনজর, জাদুটোনা, জিনের আসর ইত্যাদি। আর এসব রোগের প্রতিষেধক হিসেবে

প্রয়োজন কোরআন শিক্ষা করা, নিয়মিত কোরআন অধ্যয়ন করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। কেননা কোরআনে কিছু আয়াত ও সূরা আছে যা এসব রোগের জন্য নিরাময় হিসেবে কাজ করে। যেমন, সূরা আল-ফাতিহা এবং আল-মুআউবিথাতান (কোরআনের শেষ দুটি সূরা) ইত্যাদি। আল্লাহ পাক বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ¤

আমি আল-কোরআনে এমন আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যার দ্বারা মুমিনদের রোগমুক্তি ও শান্তি লাভ হয়।

(সূরা বনী-ইসরাঈল: ৮২)

এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

হাদীস ১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الْعَيْنُ حَقٌّ " .

আমির বিন রাবীআহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বদনজর সত্য। [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০৬, তাহকীক আলবানী: সহীহ।]
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ " .

আয়েশা (রাঃ), থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার। [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০৮, তাহকীক আলবানীঃ সহীহ]
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে তাকদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু বদ নজর লাগার দ্বারা হবে। [মুসনাদে বাযযার]

হাদীস ৪

ِحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى من الْعَيْن

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, নজর লাগার জন্য ঝাড়ফুঁক করতে।
[বুখারী পর্ব ৭৬ অধ্যায় ৩৫ হাদীস নং ৫৭৩৮; মুসলিম ৩৯/৮, হাঃ ২১৯৫]
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৫

وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ - ِرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

[তাবেয়ী] আবদুল মালেক ইবনে ওমায়র (রঃ) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- সূরা ফাতেহায় [শারীরিক ও মানসিক] সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। [দারেমী, আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে।]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৬)

হাদীস ৬

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ

আবূ বিশর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে (ওঝা) উম্মুল কোরআন-সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে লাগল এবং তার থু-থু একত্রে করে থুক দিতে লাগল। ফলে ব্যক্তিটি সুস্থ হয়ে গেল। [ই.ফা ৫৫৪৬, ই.সে. ৫৫৭১]

হাদীস ৭

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا . قَالَ " مَا وَجَعُ أَخِيكَ " . قَالَ بِهِ لَمَمٌ . قَالَ " اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ " . قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ - أَحْسِبُهُ قَالَ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} - وَآيَةٍ مِنَ الأَعْرَافِ {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ} الآيَةَ وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ } وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رِبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا} وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ . فَقَامَ الأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْس. ٌ

আবু লায়লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর নিকটে এসে বললো, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন, তোমার ভাই কী রোগে আক্রান্ত? সে বললো, (কোন কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বলেন, তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, মধ্যখানের দু'আয়াত (১৬৩-১৬৪ নং আয়াত), আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) এবং বাকারার শেষ তিন আয়াত (২৮৪-২৮৬ আয়াত) এবং আল ইমরানের একটি আয়াত,

আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত পড়েছিলেন এবং সূরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত), সূরা মুমিনূনের এক আয়াত (১১৭ নং আয়াত), সূরা জিন-এর এক আয়াত (৩ নং আয়াত), সুরা সাফ্‌ফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সুরা হাশরের শেষ তিন (২২, ২৩ ও ২৪) আয়াত, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে, তার কোন রোগই অবশিষ্ট নেই। [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫৪৯]

বি:দ্র: হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের মান: দুর্বল হাদীস।

অতএব একমাত্র কোরআন শিক্ষা করার মাধ্যমেই এইসব দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। কোরআন শিক্ষার করলে আমরা শিখতে পারব শিফা, দুআ এবং আরোগ্যের জন্য নির্দেশিত অনেক আয়াত ও সূরা।

জান্নাত লাভের সোপান হল কোরআন শিক্ষা

ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জীবন মৃত্যুর পরেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী পরকালীন জীবন হচ্ছে অনন্তকালের জন্য যা কখনোই শেষ হয়না, যা থাকবে চিরকাল। আর সেই পরকালীন জীবন সম্পর্কে, জান্নাত লাভের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানা যায় কোরআন শিক্ষা করার মাধ্যমে। আর এই কোরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোরআন বা দ্বীন শেখার জন্য বের হয় তাহলে সে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার জন্য বের হলো, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যতক্ষণ না সে ফিরে আসলো। [সুনান আত-তিরমীযি]

আল্লাহর রাস্তা অর্থাৎ এই কোরআন বা দ্বীন শেখার পথ হচ্ছে জান্নাত লাভের সোপান। এই পথে চলতে গিয়ে যদি পথিমধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। [সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী]

সতরাং জান্নাত লাভের জন্য কোরআন পড়তে হবে এবং তা আমল করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন সিয়াম এবং কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কোরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে

নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" [আহমাদ ৬৬২৬, হাকেম ২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৯৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার ‘কিতাবুল জু’, সহীহ তারগীব ৯৮৪, ১৪২৯]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস

অতএব কোরআনের ইলম অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেখানে যেতে হবে। অধ্যবসায় সহকারে লেগে থাকতে হবে কোরআনের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য। এতে যত পরিশ্রম, কষ্টই হোক তা সহ্য করতে হবে, তারপরেও কোরআনের শিক্ষা করতে হবে। কেননা মানুষ ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হতে পারে এই কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে। আর তা না করলে মানুষ অপদস্থ হবে উভয় জীবনে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ أَخِرِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ কিতাব দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদেরকে অবনত করেন।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০১৩)

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কোরআন শিক্ষা

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুলগণ পাঠিয়েছেন ন্যায় ও ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। আর আল-কোরআন হচ্ছে সেই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।
(সূরা আল-হাদীদ:২৫)

তাই সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে মেনে চলতে হব নিম্নোক্ত বিষয়গুলো,

- কোরআন জানতে হবে,
- কোরআন বুঝতে হবে,
- কোরআনকে মেনে চলতে হবে এবং
- আল-কোরআন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করতে হবে

তাহলে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং সমাজে অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

কোরআন দিয়ে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, কোরআন থেকে যে আমল করে সে তার প্রতিদান পাবে, কোরআন দিয়ে যে বিচার-ফয়সালা করে সে ন্যায় বিচার করে এবং যে কোরআনের দিকে মানুষকে আহবান করে সে সঠিক পথের সন্ধান পায়। [সূনান আত-তিরমীযি]

অতএব কোরআন শিক্ষা করে এবং এর আলোকে সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আল-কোরআনের গুরুত্ব

আল-কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মানুষেরা অন্ন, বস্ত্র, আচার-ব্যবহার এবং উন্নত জীবন যাপনের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী বলতে কিছুই ছিল না। দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ ছিল তাদের জীবন। আর তখন মহান আল্লাহ পাক কোরআন নাযিল করলেন এবং মানুষকে শিখালেন একজন আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিকের গুণাবলী সহ নেতা নির্বাচনের নিয়ম-কানুন। কেননা একজন আদর্শ নেতার পক্ষেই সম্ভব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের সমস্যার যথাযথ সমাধান করা। কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত, একজন কোরআনের ধারক ও বাহক, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংশোধন করে তাকে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

তোমরাই আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত (নেতৃত্বদানের জন্য)। মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে যেন তোমরা সৎকার্যে আদেশ দিতে পার এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে পার এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।
(সূরা আলে-ইমরান: ১১০)

মানব সেবায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

আল-কোরআন হচ্ছে একটি অন্যতম গ্রন্থ যা মানুষ শিক্ষা করলে শিখতে পারে মানব সেবার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ ইবাদত সম্পর্কে। যেমন, এতিম লালন-পালন করা, নিঃস্ব ও ক্ষুধার্তকে খাবার দান করা, রোগীর সেবা করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা ইত্যাদি। আল-কোরআনে এই ধরণের ব্যক্তিকে প্রয়োজন মতো আর্থিকভাবে সাহায্য করতে এবং মৌখিকভাবে সান্ত্বনা দিতেও বলা হয়েছে। এইসব মানবতার কাজ হচ্ছে ঈমানের একটা অংশ। যেমন, আল-কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ¤

পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ওই ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহর কিতাব ও নবীদের ওপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।
(সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭)

বিজ্ঞান চর্চায় কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

বৈজ্ঞানিক কোন একটি গবেষণামূলক কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে বিজ্ঞানের প্রাথমিক কার্যক্রম হল,

- কোন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা
- বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং
- গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো সাফল্যের সাথে সম্পাদন করতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে পড়া। আর এজন্যই কোরআনে আল্লাহ সর্বপ্রথম যে কাজটি মানবজাতিকে করার নির্দেশ দিয়েছেন তা হল "ইকরা" অর্থাৎ পড়। কারণ পড়াশোনা না করলে কোন বিষয়ের উপর জ্ঞানলাভ করা যায় না।

মানবজাতি এবং তার উপকারে আসতে পারে এরকম উপকরণকে জানার এবং বুঝার জন্য গবেষণা করার অনেক তথ্য কোরআনে বর্ণিত আছে। অতএব কোরআন শিক্ষা করলে মানুষ সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। কেননা কোরআনে এমন অনেক ধরণের তথ্য রয়েছে যেগুলো আবিষ্কারের সময় জানা ছিল না, যেমন বিগ ব্যাং তত্ত্ব, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি। এজন্যই মানবজাতিকে গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ

আমি তোমার প্রতি এমন এক বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, আর শুধু বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা থেকে (কোরআন) উপদেশ গ্রহণ করে।

(সূরা সোয়াদ:২৯)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে পবিত্র কোরআনুল কারীমকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ কোরআন নিয়ে গবেষণা করার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আর এরই মাধ্যমে নতুন নতুন গবেষণামূলক জিনিস উদ্ভাবিত হচ্ছে। যেমন, পরিমাপ যন্ত্র, টেলিস্কোপ, পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরী ইত্যাদি।

এছাড়া বর্তমান সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে তার সব কিছুই আল-কোরআনে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন,

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, প্রাণীকুলের মতো উদ্ভিদকুলের মধ্যেও রয়েছে নারী-পুরুষ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো উদ্ভিদের মধ্যে নারী-পুরুষ না থাকলেও একই উদ্ভিদের মধ্যে নারী ফুল ও পুরুষ ফুল ধরে অথবা একই ফুলে গর্ভকেশর ও পুংকেশর থাকে।

অথচ দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা কোরআনে এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন। যেমন, কোরআনে এসেছে,

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

পবিত্র তিনি যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসকে এমনকি জমিন যা উৎপন্ন করে, তাদের (মানুষ) নিজেদেরকে এবং তারা যা জানে না তাও তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইয়াসীন: ৩৬)

মায়ের দুধ

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর বুকের দুধ পান করাবে।

(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৩)

আল্লাহ তা'আলার এই আদেশের উপর সন্তানের এবং মায়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে যার প্রমাণ পেয়েছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান। যেখানে তারা আবিষ্কার করেছেন যে, মায়ের দুধে যেমন আছে পুষ্টি গুণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তেমনি এতে বিকশিত হয় শিশুর বুদ্ধিমত্তা। অপরদিকে মায়েরাও উপকৃত হন দুধ পান করানোর মাধ্যমে, যেমন, তাদের জরায়ু খুব শীঘ্রই গর্ভধারণের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়, স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে ইত্যাদি।

বিগ ব্যাং থিওরি বা মহাবিস্ফোরণ

বিগ ব্যাং (শাব্দিক অর্থ বিকট শব্দ) থিওরির উদ্ভাবক হলেন স্টিফেন হকিংস যার থিওরি সারা বিশ্বে পরিচিত। এই থিওরির সারমর্ম হল, সৃষ্টির শুরুতে মহাবিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য সব গ্রহ-নক্ষত্র এক জায়গায় পুঞ্জীভূত ছিল। অতঃপর একদিন হঠাৎ একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে পুঞ্জীভূত গ্রহ-নক্ষত্র চারদিকে ছড়িয়ে যায় আর এই ছড়িয়ে পড়া গ্রহ নক্ষত্রের টুকরো থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে।

স্টিফেন হকিংসের এই থিওরিটি আল্লাহ তা'আলা দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন সূরা আম্বিয়াতে। যেমন,

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা কি দেখে না যে আসমানসমূহ ও জমিন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?
(সূরা আম্বিয়া: ৩০)

অতএব উক্ত আয়াত থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা একসময় এক জায়গায় পুঞ্জীভূত ছিল অতঃপর পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়।

ব্ল্যাকহোল তথ্য

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ¤ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

আমি শপথ করছি সেই জায়গার যেখানে তারকারাজি পতিত হয়। নিশ্চয়ই এটা একটা মহাসত্য, যদি তোমরা তা জানতে।

(সূরা ওয়াক্বিয়া: ৭৫-৭৬)

দেড় হাজার বছর আগে উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, মহাবিশ্বে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে তারকা পতিত হয় এবং এই কথাকে মহাসত্য বলা হয়েছে ঠিক পরের আয়াতেই। কিছুদিন আগে আধুনিক বিজ্ঞান এরকম জায়গা আবিষ্কার করেছে মহাকাশে। এই জায়গাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাকহোলস। এগুলোর কাছাকাছি নক্ষত্রসহ যেকোনো কিছু এলেই, এখানে তা পতিত হতে বাধ্য।

সুতরাং কোরআনের আয়াতগুলো মানুষকে সহযোগিতা করে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা করতে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে। তাছাড়া তা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে গবেষণামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে।

কোরআন শিক্ষার ফজিলত

আল কোরআন কোন সাধারণ বইয়ের মতো বই নয়। এটি এমন একটি কিতাব যা বুঝে পাঠ করলে সওয়াব আবার না বুঝে পাঠ করলেও সওয়াব পাওয়া যায়। এই কিতাব হচ্ছে আলোর দিশারী যা শিক্ষা করার মাধ্যমে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরে আসে। অতএব নিম্নে পবিত্র কোরআন মাজীদ শিক্ষার কিছু ফজিলত তুলে ধরা হল,

আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়

কোরআন শিক্ষার সাথে নিয়োজিত থাকলে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী, যেমন, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা এবং সহমর্মিতা ইত্যাদি উন্নীত হয় যা তাকে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে ও নৈকট্য অর্জনে সহযোগিতা করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই সব বান্দাদের

স্বরণ করবেন যারা তাদের জীবন কোরআন শিক্ষায় অতিবাহিত করেছেন এবং সেই শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي قَالَ: "أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ " قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: "عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ.ِ

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা ইহা তোমার সমস্ত আমলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। (আবু যার (রাঃ) বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে আরো অতিরিক্ত কিছু উপদেশ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কোরআন তিলাওয়াত করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্বরণ করবে, তাহলে আসমানে তোমাকে স্বরণ করা হবে এবং দুনিয়ায় এটা তোমার জন্য আলোকবর্তিকা হবে। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

সুতরাং আমাদের উচিত কোরআন শিক্ষা করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। আর তা হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে মঙ্গল বয়ে আনে।

আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীম দান করেছেন যা হল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কথা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত হিসেবে আমাদের যখন খুশি তখন আল্লাহর

সাথে কথা বলার সুযোগও রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে এই কথা বলার একমাত্র পন্থা হলো কোরআন অধ্যয়ন করা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'আমার যখন মন চাইত আল্লাহর সাথে কথা বলব, তখন কোরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিতাম।'

অতএব যখন কেউ কোরআন অধ্যয়ন করে তখন সে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে। এজন্য খুবই আদব ও শ্রদ্ধার সাথে কোরআন অধ্যয়ন করতে হয়।

এছাড়া নামাজে যখন সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আয়াতের উত্তর দেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } يَقُولُ اللَّهُ وَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } يَقُولُ اللَّهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " ◌َ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি সালাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কোরআনের মা' অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ সালাত ত্রুটিপূর্ণ, তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ, তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম,

আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বললেন, হে ফারসী! তুমি মনে মনে পাঠ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দাহ'র মধ্যে দু' ভাগ করে নিয়েছি। যার এক ভাগ আমার জন্য, আরেক ভাগ আমার বান্দাহ'র জন্য এবং আমার বান্দাহ আমার কাছে যা কিছু চায়, তাকে তাই দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করো। বান্দাহ যখন বলে, "আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করছে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "আর-রহমানির রহীম"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুনগান করছে। বান্দাহ যখন বলে, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমাকে সম্মান প্রদর্শন করছে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন"- তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দাহ যা প্রার্থনা করেছে- তাই তাকে দেয়া হবে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম, সীরাতালাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দালীন"- তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দাহ'র জন্য আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে। [মুসলিম শরিফ, সুনানে আবু দাউদ: ৮২১]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

এভাবে নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার কথোপকথন শুরু হয়।

আত্মিক প্রশান্তি

কোরআনের অর্থ বুঝে ও অনুধাবন করে নিয়মিত তেলাওয়াত করলে তা মানুষের হৃদয়কে প্রভাবিত করে এবং মানুষের অন্তর এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে যায়। তা মানুষের মনের মলিনতা দূর করে ও কলব পরিষ্কার করে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ۝

যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আলাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।

(সূরা আর-রা'দ:২৮)

তাজবীদসহ কোরআন পড়ার উপকারিতা

আল-কোরআন অধ্যয়ন করা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাজবীদসহ কোরআন তেলাওয়াত করলে অনেক বেশি নেকী হাসিল হয়। এছাড়া তাজবীদসহ কোরআন শিক্ষা করলে নিম্নোক্ত উপকারিতাও হাসিল হয়, যেমন,

- আরবী হরফ এবং শব্দ সহীহ ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণে দক্ষতা আসে
- তাল, সুর এবং নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যাংশের উপর জোর দেওয়া শেখায়
- কোরআনের আয়াতগুলো আরও মিষ্টি স্বরে তেলাওয়াত করতে আগ্রহ সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুর করে কোরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। [সহীহ : বুখারী ৭৫২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৪৬]

হাদীসের মান: সহীহ

- সঠিক উচ্চারণের সহিত তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নৈকট্য বৃদ্ধি করে
- কোরআন মুখস্থ করতে সাহায্য করে। যেমন, তাজবীদের সহিত যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন শিক্ষার্থীদের তাজবীদের নিয়মগুলো, যেমন, মাদ,

ওয়াক্কফ, গুন্নাহ এসবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে একান্ত মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত করতে হয়। আর এই মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত করার ফলে কোরআন মুখস্থ করার শক্তিকে সহজ করে তোলে যার ফলে কোরআন মুখস্থ করতে সহজ হয়।

অনুবাদসহ কোরআন পড়ার উপকারিতা

অর্থসহ কোরআন না পড়লে কোরআনের তাৎপর্য বা মর্ম অনুধাবন করা যায় না। তাই কোরআন বুঝার জন্য শব্দের অর্থ এবং আয়াতসমূহের শিক্ষা জানতে হবে। কেননা কোরআনে আছে শান্তির বার্তা, রহমত প্রাপ্তির আশা যা মানুষকে দেয় আত্নিক প্রশান্তি এবং এর সাথে দূর করে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা এবং খুলে দেয় মানসিক সুস্থতার ধারা। দূরীভূত করে মানুষের অন্তরে থাকা সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়।

কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের উপকারিতা

কোরআনে পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলগণ, যেমন, আদম (আ:), নুহ (আ:), মুসা (আ:), ঈসা (আ:), ইউসুফ (আ:), ইউনুস (আ:) এবং আরও অনেকের ঘটনা রয়েছে। আর এসব ঘটনা হচ্ছে সত্য, তা কোন কল্প কাহিনী নয়। এ বিষয়ে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

যেমন, হযরত মুসা (আ:) ও ফেরাউনের ঘটনা সত্য, কারণ আল্লাহ বলেছেন,

نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ¤

আমি তোমাদের কাছে মুসা ও ফেরাউনের কিছু সত্য খবর শুনাচ্ছি।

(সূরা আল-কাসাস: ৩)

গুহাবাসীদের কাহিনীও সত্য,

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ

আমি আপনাকে (হে মোহাম্মদ) তাদের ঘটনা সত্যের সাথে বর্ণনা করছি।

[সূরা আল-কাহাফ: ১৩]

আল্লাহ কোরআনে যে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা সত্য,

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ

নিশ্চয়ই এটিই সত্য বর্ণনা করেছে।

(সূরা আলে-ইমরান: ৬২)

কোরআনের এসব ইতিহাসের মধ্যে আছে মানবজাতির আদি উৎস, সৃষ্টিতত্ত্ব, পূর্ববর্তী নবীদের জীবন যাপনের পদ্ধতি, তাদের সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনা, দ্বীন প্রচারের পদ্বতি ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এঘটনাগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে আমরা শিখতে পারি আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং বিধি-নিষেধ। এছাড়া পূর্ববর্তী লোকদের অপরাধ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য হচ্ছে একটি সর্তক বার্তা স্বরূপ যা আল্লাহ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেন আমরা আল্লাহর বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারি। আর আমরা এইসব সফলতার সাথে তখনই করতে পারব যখন আমরা কোরআনের শিক্ষা লাভ করতে পারব।

গুণাহ সমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়

আল-কোরআন হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যা অধ্যয়ন করলে সওয়াব হওয়ার সাথে সাথে গুনাহ সমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ তা'আলা কোরআন অধ্যয়নকারীর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন কারণ কোরআন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করার সর্বোত্তম মাধ্যম। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إِلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات ٍ

যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে
[আহমাদ হা/১২৪৭৬; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৪১৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৪]

গরীবের দান-খয়রাত করার সহজতর উপায়

যাদের ধন-সম্পদ নেই তারা সম্পদশালীদের মত দান-সাদকা করার সওয়াব লাভ করতে পারেন না। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য পদ্ধতিতে অনুরূপ সওয়াব লাভের সুযোগ রেখেছেন। আর তা লাভ করা যায় সর্বাবস্থায় অর্থাৎ প্রকাশ্যে এবং গোপনে বেশি বেশি করে কোরআন অধ্যয়ন করার মাধ্যমে। কেননা প্রকাশ্যে এবং গোপনে কোরআন অধ্যয়ন করলে আল্লাহ সাদকার সমতুল্য সওয়াব প্রদান করেন। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ ِبِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسْرِ بِالصَّدَقَةِ . رواه الترمذى وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَقَالَ التَّرْمِذِى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠক প্রকাশ্যে দানকারীর ন্যায়, আর চুপে কোরআন পাঠক চুপে দানকারীর ন্যায়। [তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৯৮)
হাদিসের মান: তিরমিযী বলে, হাদীসটি হাসান গরীব।

অতএব বলা যায় যে, আল-কোরআন অধ্যয়ন করা হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যা ধনী-গরীব সকলেই এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

উভয়ে জাহানের পথ-প্রদর্শক

মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের নির্দেশাবলী পরিস্কার করে আল-কোরআনের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেছন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ¤

আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

(সূরা আন-নাহল: ৮৯)

দুনিয়া ও আখেরাতে সেই সফলকাম হবে যে কোরআন শিক্ষা করে এবং এই শিক্ষাটা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ মেনে চলে। কিন্ত দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারবে না বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে সেই যে কোরআনের কিছু অংশ মানবে এবং কিছু অংশ মানবে না অর্থাৎ অস্বীকার করবে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ¤

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

(সূরা আল-বাকারা:৮৫)

সুতরাং দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফলকাম হতে হলে আমাদের অবশ্যই আল-কোরআন শিক্ষা করতে হবে, এর সকল বিধান সম্পর্কে জানতে হবে এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সেই বিধান মেনে চলতে হবে।

আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ

যারা কোরআন শিক্ষা করেন, অন্যকে কোরআন শিক্ষা দেন এবং পারস্পরিক কোরআনের চর্চা করেন আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেন, তাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে দেন এবং তাদের বিষয়ে তাঁর কাছের ফেরেশতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، والله في عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَونِ أخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيت مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِندَهُ . وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ». رواه مسلم

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। **আর যখনই কোনো**

সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফেরেশতা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।"

[মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

কোরআন পাঠকারী মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ

পবিত্র আল কোরআন শিক্ষা করার একটি অন্যতম ফজিলত হলো তা মানুষকে আল্লাহর কাছে অন্যদের তুলনায় সম্মানিত করে তুলে। যেমন, হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا.

আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ব্যক্তি কমলা লেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত। যে মু'মিন ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে খেজুর তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কোরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুল্মের সাথে তুলনীয়; যা

খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মুনাফিক ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে মাকাল ফল তুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই।

[বুখারী ৫০২০, ৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০; মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাঊদ ৪৮২৯, আহমাদ ১৯০৫৫, ২৯১৭৭, ১৯১৬৫; দারিমী ৩৩৬৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

প্রতি হরফে দশ নেকী

আল কোরআন পাঠ করার মধ্যে রয়েছে ইহকালীন এবং পরকালীন অসংখ্য কল্যাণ এবং উপকারিতা। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল কোরআন অর্থসহ বুঝে তেলাওয়াত করলে যেমন পাওয়া যায় সঠিক পথের সন্ধান। তেমনি অর্থসহ না বুঝে তেলাওয়াত করলে শুধু তেলাওয়াত করার জন্যই হাসিল হয় অনেক সওয়াব বা নেকী। এটি হচ্ছে এমন একটি কিতাব যার প্রতিটি হরফে হরফে রয়েছে সওয়াব। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ: الم حَرفٌ، وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কোরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে । আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হয় । আমি বলছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ ।” (অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত ‘আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ। [তিরমিযী ২৯১০]

সুতরাং উক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোরআন হচ্ছে একমাত্র সর্বোচ্চ সম্মানীয় ধর্মীয় গ্রন্থ যার একটি অক্ষর তেলাওয়াত করলে আল্লাহ ১০টি সওয়াব প্রদান করেন। তাছাড়া উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলিফ-লাম-মীম এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। অতএব এখান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন অর্থ বুঝে না পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। আর যদি অর্থসহ বুঝে উপলব্ধির সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তাহলে সওয়াব হাসিলের সাথে সাথে রয়েছে ইহকালীন এবং পরকালীন অসংখ্য কল্যাণ এবং উপকারিতা।

একটি আয়াত পাঠের ফজিলত

প্রতিদিন কোরআনের একটি বা দুটি আয়াত শিক্ষা করলে অনেক সওয়াব হাসিল হয় যার তুলনা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের সমান। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে কোরআন পাঠের সেই ফজিলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, যেমন,

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقَ فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَا وَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمَ أَوْ يَقْرَأُ ايَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلْثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلْثٍ وَارْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ- رَوَاهُ مُسْلِم

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে বের হয়ে আসলেন, তখন আমরা 'সুফফা'র মধ্যে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কি এটা পছন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন বুতহান অথবা আকীক নামক স্থানে গমন করে কোনোরূপ অন্যায় বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত বড় ঝুঁটিবিশিষ্ট দুটি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? জবাবে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের প্রত্যেকেই এটা করাকে পছন্দ করবে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে মনে রেখ

তোমাদের কেউ মসজিদে গমন করে আল্লাহর কিতাব হতে দুটি আয়াত কাউকে শিক্ষা দেওয়া অথবা নিজে পাঠ করা এ দুই উষ্ট্রী হতে উত্তম। তিন আয়াত তিনটি উষ্ট্রী হতে এবং চার আয়াত চারটি উষ্ট্রী হতে উত্তম। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে তার জন্য উত্তম হবে। [মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০০৮)

বি:দ্র: 'বুতহান' হল একটি উপত্যকা যা মদীনা থেকে সড়কপথে ১৮.৫ কি.মি. দূর অবস্থিত আর 'আক্বীক্ব' হল ত্বায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান যা মক্কা থেকে ৮৩.৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

তখনকার সময়ে আরব সম্প্রদায়ে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উটনী ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। যদিও তা আজকের বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ নয় তারপরও বর্তমান বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, একটা উটের বাজার দাম হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা তাহলে সেই হিসেবে দুটি আয়াত পাঠ করা মানে হচ্ছে ১৪ লক্ষ টাকার থেকেও উত্তম।

(বাংলা নিউজ 24)

সুতরাং উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোরআনের একেকটি আয়াত পাঠকারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান। তাছাড়া পরকালীন জীবনের জন্য কোরআনের একেকটি আয়াত পাঠ করা বা শিক্ষা করা যে একটি অন্যতম ফজিলতপূর্ণ ইবাদত তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে পার্থিব এ মূল্যবান সম্পদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

তেলাওয়াতে সিজদার ফজিলত

কোরআনে কিছু আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সেজদা দিতে হয়। এধরণের সিজদাকে বলা হয় সিজদায়ে তেলাওয়াত। হাদীসে সিজদায়ে তেলাওয়াতের অনেক ফজিলতের কথা

বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، وَفِى رِوَايَةِ : يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّار

আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হল। অতঃপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হল। [মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫]

কোরআন হবে সুপারিশকারী

পার্থিব জীবনে যিনি নিজেকে কোরআনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবেন অর্থাৎ কোরআনকে নিজের জীবনের চলার সঙ্গী বানাবেন কিয়ামতের দিন কোরআন তার সঙ্গে থাকবে। কিয়ামতের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে কোরআন তাকে ভুলবে না বরং তার সাথেই থাকবে এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِرواه مسلم.

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কোরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কোরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" [মুসলিম ১৯১০]

হাদীসের মান: সহিহ হাদিস।

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন সিয়াম এবং কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কোরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।"
[আহমাদ ৬৬২৬, হাকেম ২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৯৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৮৪, ১৪২৯]
হাদীসের মান: সহিহ হাদিস।

অতএব যিনি নিয়মিত কোরআন পাঠ করেন এবং এর বিধি-নিষেধ আমল করে চলেন তিনিই হবেন সেই সফলকাম ব্যক্তি যার জন্য আল-কোরআন শাফা'আত করবে কিয়ামতের দিন।

তেলাওয়াতকারী সুপারিশকারী হবেন

বাতিল দ্বীনের অন্ধকার থেকে গোটা বিশ্বকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠিয়েছিলেন। যাতে পুরো বিশ্বে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আল-কোরআনে এসেছে,

َهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُون
তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সূরা আস-সফ:৯)

এই পৃথিবীতে আল-কোরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ সম্মানিত কিতাব। অতএব যে কোরআন শিক্ষা করবে, নিয়মিত তা পাঠ করবে এবং এর হুকুম-আহকাম মেনে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দেবেন এবং তার পরিবারের লোকদের জন্য জান্নাতের সুপারিশ করার অধিকারও দিবেন। আর সে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে যাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وعَن عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِي وَقَالَ التِرْمِذِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِي لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোরআন পড়েছে এবং তা মুখস্থ রেখেছে, অতঃপর এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপরিশ - কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোজখ অবধারিত হয়েছিল। -[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং এর রাবী হাফস ইবনে সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় সবল নন; বরং দুর্বল।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৩৮)

অতএব পরকালে সফলকাম হতে হলে এবং দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন কোরআন শিক্ষা করা এবং এর বিধিনিষেধ মেনেচলা।

কোরআন মুখস্থ করার মর্যাদা

যারা কোরআনে হাফেয অর্থাৎ যাদের পুরো কোরআন মুখস্থ এবং কোরআন মুখস্থের পাশাপাশি যারা কোরআনের হুকুম-আহকাম মেনে চলেন তাদের আল্লাহ দুনিয়াতে যেরকম সম্মানিত করেন তেমনি পরকালীন জীবনেও তাদের বিশেষ সম্মানের অধিকারী করবেন। আর হাফেযদের সম্মানের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি বেশ কয়েকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন,

হাদীস নং ১

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا رواه أَبُو داود والترمذي وقالحديث حَسَنٌ صَحِيْح.ٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পবিত্র কোরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, তুমি কোরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।" [আবূ দাঊদ:১৪৬৬, তিরমিযী:২৯১৪]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস নং ২

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন কোরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! ওকে (কোরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কোরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, 'হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।' আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।"
[তিরমিযী:২৯১৫, হাকেম:২০২৯, দারেমী:৩৩১১, সহীহুল জামে:৮০৩০]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস নং ৩

وَعَن أَبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ إجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ، وَالجَافِي عَنْهُ، وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ». حديث حسن رواه أَبُو د

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কোরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর যে কোরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মান করা।" [আবূ দাউদ ৪৮৪৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস

হাদীস নং ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কোরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে,

هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولاَنِ : يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ.َ

তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খন্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ। [ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৭৬৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯]

হাদীস নং ৫

وَعَنْ مُعَاذِنِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيمَةِ ضَوء أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهُذَا.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داود)

হযরত মু'আয জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে তার সাথে আমল করেছে, তার

মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমার মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে এর সাথে আমল করেছে? [আহমদ ও আবূ দাউদ] (আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৩৬)

উপরোক্ত হাদীসে '*যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে কোরআন পাঠ করে*' - এই বাক্যটি ইমাম আতা'তীবী (রহঃ) এর মতে কোরআনের হাফেযকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কোরআনে হাফেযের পিতা-মাতাকে এমন আলোকোজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে যার আলো হবে সূর্যের চেয়েও বেশি। আর হাদীসের শেষ বাক্যাংশ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বুঝিয়েছেন যে, কোরআন পাঠকারীর পিতা-মাতা যদি এমন সম্মানের অধিকারী হন তাহলে কোরআনের ধারক-বাহক আরো অনেক বেশি মর্যাদাবান হবেন।

হাদীস নং ৬

حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, কোরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা তেলাওয়াত করে কোরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে। [বুখারী পর্ব ৬৫: /৮০ হাঃ ৪৯৩৭, মুসলিম ৬/৩৮ হাঃ ৭৯৮]

সুতরাং পবিত্র কোরআনের ধারক-বাহক হওয়া অর্থাৎ কোরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে অনেক ধৈর্যের কাজ। কেননা আল-কোরআন মুখস্থ করার পর নিয়মিত চর্চার মধ্যে থাকতে হয় অন্যথায় কোরআন ভুলে যাবার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয় বলেছেন, যেমন,

وعن ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عليم قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

আর যারা হিফযের এই অসাধ্য কাজ করেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। তাদের দেয়া হবে কোরআনের আয়াতসমূহ মুখস্থ রাখার সংখ্যা বরাবর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান।

কিন্তু যারা কোরআন শিক্ষা করার পর তা নিয়মিত চর্চা না করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেন না তারা আল্লাহর এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবেন আর তাদের উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর লা'নত। আর তাদের জন্য আছে এক ভয়াবহ শাস্তি যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়েছেন।

وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لأَصْحَابِهِ : «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟» فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : «إِنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي : انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأوْلَى!» قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى

يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةِ الأُوْلَى» قَالَ: «قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ» فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ، وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا . قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ» حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : «أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَينْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إلَيْهِ، فغَرَ لَهُ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأىً، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَالاَ لي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظيمةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِي : اِرْقَ فِيهَا، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنٍ ذَهَبٍ وَلَبنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أنتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأقْبَحِ مَا أنتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : اِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ . ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» قَالَ: «قَالاَ لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالاَ لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، فَذَرَانِي فَأَدخُلَهُ . قَالاَ لِي : أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنتَ دَاخِلُهُ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِي : أَمَا إنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأسُهُ بِالحَجَرِ، فَإنَّهُ الرَّجُلُ يَأخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ، فَإنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإنَّهُ مَالِكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، فَإنَّهُ إبرَاهِيم عليه السلام، وَأمَّا الولدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»

وَفِي رِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ : «وُلِدَ عَلَى الفِطْرَةِ» فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُمْ» . رواه البخاري

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। **তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এলো। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে, যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কি?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'**

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা

শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার করে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর

নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন।' আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এলো। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদ্ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।' (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, 'ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন,) আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।'

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কোরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফেরেশতা) জাহান্নামের দারোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম (আ:) আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।" বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, "ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (মৃত্যুবরণ করেছে)।" তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিত-ভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (বুখারী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'টি লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।" এই বর্ণনায় আছে, "একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।" বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি। "সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন

উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাচ্ছে।" এই বর্ণনায় আরও আছে, "তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে ঐ (বাগান বা) গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বহু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল।" এই বর্ণনায় আরও আছে, "আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।"

এই বর্ণনায় আরও আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কোরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, তা হল সাধারণ মু'মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, 'ওটি হল আপনার গৃহ।' আমি বললাম, 'আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি।' তাঁরা বললেন, "(দুনিয়াতে) আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, তখন আপনি আপনার গৃহে চলে আসবেন।"

[মুসলিম ১৩৮৬, ৮৪৫, ১১৪৩, ২০৮৫, ২৭৯১, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, ৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, ১৯৫৯৫, ১৯৬৫২]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

সুতরাং এই কঠিন ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান পেতে হলে আমাদের উচিত সহীহভাবে কোরআন শিক্ষা করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা।

কোরআনের ধারক-বাহক এর প্রতি ঈর্ষা করার উপকারিতা

সমাজে কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান কিছু হাসিল করলে তার অনুরূপ কিছু পাবার জন্য মনে যে ইচ্ছা জাগ্রত হয় সেটাকে বলে ঈর্ষা। আর যারা ঈর্ষা পোষণ করেন তারা সেই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি যেকোন উপায়ে হসিল করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকেন। যা একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা মঙ্গলজনক অন্যথায় মানুষ পরকালবিমুখ হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য হাদীসে শুধুমাত্র দুটো জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করার অনুমোদন দেয়া হয় নি।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». متفقٌ عَلَيْهِ

ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায়: (১) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ কোরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে দিবারাত্রি তার যত্ন করে (তেলাওয়াত ও আমল করে) এবং (২) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান করে।"

[সহীহুল বুখারী: ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম: ৮১৫, তিরমিযী: ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ: ৪২০৯, আহমাদ: ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

সুতরাং কোরআন শিক্ষা করা হচ্ছে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ বিষয় যে, এখানে ঈর্ষা পোষণ করাকে জায়েয বলা হয়েছে। কেননা একজন সচেতন মুমিন কোরআনের ধারক-বাহক এর উত্তম গুণাবলী দেখে সেও অনুপ্রাণিত হয়ে কোরআন শিক্ষার সাথে নিজের জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর কোরআনের সাথে এই সংশ্লিষ্টতার কারণে তার হৃদয় কোরআনের দিকে ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। ফলস্বরূপ সে অর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য এবং উভয় জাহানে হয় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

কোরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না

আমরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রতিনিয়ত অনেক গুনাহের কাজ করছি এবং আমাদের নেক আমলেও আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক ভুল-ত্রুটি করে থাকি। আর এজন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ¤ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

যে অণু পরিমাণও নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।

(সূরা যিলযাল: ৭-৮)

এবং আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভালো উপার্জন (কাজ) করবে, সে তার প্রতিদান পাবে; এবং যে মন্দ উপার্জন (কাজ) করবে, সে তার প্রতিফল পাবে।

(সূরা বাকারা: ২৮৬)

অতএব আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবেন। আর যে বিন্দু পরিমাণ গুণাহের কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে এবং শাস্তিস্বরূপ পাবে জাহান্নাম। তবে যারা কোরআনের ধারক-বাহক তারা মুক্তির ব্যাপারে আশা করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কোরআনের ধারক-বাহক জাহান্নামে যাবে না এবং কোরআন তাদের নাজাতের জন্য সুপারিশ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُّعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ

তোমরা কোরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কোরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কোরআনের সংরক্ষক। [দারেমী হা/৩৩১৯, সনদ সহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০০৭৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ

যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়।

[দারেমী হা/৩৩২৩, সনদ সহীহ-হোসায়েন সালীম আসাদ]

কোরআন অধ্যয়নকারীর পার্থিব মর্যাদা

কোরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত কিতাব এবং যারা এই কিতাবের অনুসরণ করবেন তারাও হবেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সম্মানের অধিকারী। যেমন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاء

কোরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ।

[ছহীহ ইবনু হিববান হা/৩৬১; মিশকাত হা/৪৮৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪২২, ২২৩৩]

অন্যত্র এসেছে,

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى . قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا . قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ . قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ" َ

আমির ইবনু ওয়াসিলা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, নাফি ইবনু 'আবদুল হারিস (রাঃ) 'উসফান নামক স্থানে 'উমার (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 'উমার (রাঃ) তাকে মাক্কায় (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি প্রান্তরবাসীদের জন্য কাকে কাজে নিয়োগ করেছ? সে বলল- ইবনু আব্যা-কে। 'উমার (রাঃ) বললেন, ইবনু আব্যা কে? সে (নাফি) বলল, আমাদের আযাদকৃত ক্রীতদাসের একজন। উমার (রাঃ) বললেন, তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছ? নাফি বললেন- সে (ক্রীতদাসটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবের একজন ভাল ক্বারী বা 'আলিম। আর সে ফারায়িয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন 'উমার (রাঃ) বললেনঃ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন। অর্থাৎ যারা এ কিতাদের অনুসারী হবে তারা দুনিয়ায় মর্যাদাবান

এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে। আর যারা একে অস্বীকার করবে তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও পরকালে জাহান্নামে পতিত হবে। [ই.ফা. ১৭৬৭, ই.সে. ১৭৭৪, সহিহ মুসলিম: ১৭৮২]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

অতএব আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের অনুগ্রহে বান্দা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতে। আর এজন্যই কোরআন অধ্যয়নকারীর কর্তৃত্ব এবং প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বান্দা যদি কোরআন বিমুখ হয় তাহলে সে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতের ফজিলত

সূরা ফাতেহা

সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা

সূরা ফাতিহা এর মধ্যে রয়েছে কোরআনের সকল বিষয়বস্তুর সারমর্ম বা মূলকথা আর এজন্যই সূরা ফাতিহাকে ‘মহা কোরআন’ বলা হয়।

مَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّيْ فَدَعَانِيْ فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللهُ {يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلهِ وَلِلرَّسُوْلِ} إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ.

আবূ সা'ঈদ ইব্‌নু মু'য়াল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পার্শ্ব দিয়ে গেলেন, তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি সালাত শেষ না করে আসিনি। তারপর আমি বললাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি আসলাম, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও?" তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেব না। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন, আমি তাকে কথাটি মনে করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হল, "আল্‌ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। এটি হল, বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহা কোরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ৪৪৭৪] (আ.প্র. ৪৩৪৩, ই.ফা. ৪৩৪৩)

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

সকল রোগের ঔষধ

وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

[তাবেয়ী] আবদুল মালেক ইবনে ওমায়র (রঃ) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সূরা ফাতেহায় [শারীরিক ও মানসিক] সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। [দারেমী, আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৬)

সূরা বাক্বারাহ

وعن أَبِي سَعِيدِنِ الْخَدْرِيِّ (رض) أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذَا جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرِفَ وَكَانَ ابْنَهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَاشْفَقَ أَنْ تُصِيبَةً وَلَمَّا أَخَّرَهَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيْهَا أَمْثَالَ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالَ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ الصوتِكَ وَلَوْ قَرَأْتُ لَأَصْبَحْتُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُم - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي وَفِي مُسْلِمٍ عَرَجَتْ فِي الْجَوِ بَدِّلَ فَخَرَجْتُ عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ .ِ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সাহাবী উসাইদ ইবনে হুযাইর এক রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়া তাঁর নিকটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি থেমে গেলেন, ঘোড়া শান্ত হলো। আবার তিনি পড়তে লাগলেন, আবার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলেন, ফলে ঘোড়া শান্ত হলো। পুনরায় তিনি পড়া শুরু করলেন, পুনরায় ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। এবার তিনি ক্ষান্ত দিলেন। কেননা তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া তাঁর নিকটে শোয়া ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন পাছে তার কোনো বিপদ হয়। যখন তিনি তাকে দূরে সরিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠালেন, তখন দেখলেন- সামিয়ানার মতো, তাতে বাতিসমূহের মতো রয়েছে। যখন তিনি ভোরে উঠলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ খবর জানালেন। তিনি শুনে বললেন, তুমি পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! ইবনে হুযাইর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশঙ্কা করলাম পাছে ঘোড়া ইয়াহইয়াকে না মাড়ায়, আর সে ছিল ঘোড়ার নিকটে। অতএব, আমি ক্ষান্ত দিয়ে তার নিকটে গেলাম এবং আকাশের দিকে মাথা উঠালাম, দেখি- সামিয়ানার মতো, তাতে বাতিসমূহের মতো রয়েছে। অতঃপর আমি সেখান থেকে বের হলাম আর দেখতে দেখতে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কি ছিল জান? উসাইদ বললেন, জ্বী-না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা ছিল ফেরেশতাদের দল,

তোমার স্বর শুনে তাঁরা এসেছিলেন। যদি তুমি পড়তে থাকতে তবে তাঁরা ভোর পর্যন্ত থাকতেন, আর মানুষ তাঁদের দেখতে পেত, তাঁরা মানুষ হতে অদৃশ্য হতেন না। [বুখারী ও মুসলিম]

(তবে পাঠ বুখারীর। "আমি বের হলাম"-এর স্থলে মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, "সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেল"।)

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০১৪)

শয়তান পলায়ন করে

হাদীস ১

وعن أبي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَقْرَأُ فِيهِ سورَةَ الْبَقَرَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে। [মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০১৭)

হাদীস ২

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَى عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ أَيَتَيْنِ خُتِمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَأْنِ فِي دَارٍ ثُلُثَ لَيَالٍ فَيَقِرٌّ بِهَا الشَّيْطَنُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِي وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যা হতে [পরে] দুটি আয়াত নাযিল করে তা দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত

করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোনো ঘরে তা তিন রাত পড়া হবে আর তারপরও শয়তান এর নিকটে যাবে।
[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪২)

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত

হাদীস ১

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَيْتَانِ مِنْ أَخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যে তা রাতে পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।
[বুখারী ও মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২৩)

বি:দ্র: এখানে যথেষ্ট বলতে বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

হাদীস ২

وَعَن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِايَتَيْنِ أَعْطَيْتُهُمَا مِن كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهَا صَلوةٌ وَقُرْبَانَ وَدُعَاءُ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

[তাবেয়ী] হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাকে এমন দুটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা এটা শিক্ষা করবে এবং

তোমাদের নারীদেরকেও তা শিক্ষা দেবে। কেননা তাতে রয়েছে ক্ষমা-প্রার্থনা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ও দোয়া। [দারেমী মুরসালরূপে]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৯)

সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত

দুটি নূরের জ্যোতি

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِن فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابُ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليومَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكَ فَقَالَ هُذَا مَلَكَ نَزَلَ إِلَى الأرض لم ينزل قَطَّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْن أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تقرأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হলো এটা আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন] এটা হতে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন হযরত হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এই যে ফেরেশতা জমিনে নামলেন, ইনি আজকের এইদিন ছাড়া ইতঃপূর্বে আর কখনো জমিনে আসেননি। [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন] তিনি সালাম করলেন, অতঃপর আমাকে বললেন, দুটি নূরের [জ্যোতির] সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি - সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। আপনি এদের যে কোনো বাক্যই পড়ুন না কেন, নিশ্চয় আপনাকে তা দেওয়া হবে। [মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২২)

আয়াতুল কুরসী

মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আয়াত

হাদীস ১

وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الْمَنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ أَيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ قَلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدرِى وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আবুল মুনযির, বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম (আয়াতুল কুরসী)"। উবাই বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সিনায় হাত মেরে বললেন, তোমার জন্য জ্ঞান মোবারাক হোক হে আবুল মুনযির!
- [মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২০)

হাদীস ২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ مَوْلًى، لاِبْنِ الأَسْقَعِ - رَجُلَ صِدْقٍ - أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُمْ فِي صُفَّةِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَىُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " { اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ{ " .

ইবনুল আস্কা (রাঃ) এর মুক্তদাস হতে ইবনুল আস্কা’র থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনুল আস্কা’কে বলতে শুনেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজিরদের আঙ্গিনায়

তাদের নিকট আসলেন। তখন এক ব্যাক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, কোরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেনঃ (اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ) আয়াতুল কুরসী। [সুনানে আবু দাউদ:৪০০৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آىِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَضَعَّفَهُ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কোরআনের উঁচু চূড়া হল সূরা আল-বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কোরআনের আয়াতসমূহের প্রধান। তা হল আয়াতুল কুরসী। [যঈফ, যঈফা (১৩৪৮), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৮), জামে আত-তিরমিজি: ২৮৭৮]

হাদীসের মান: দুর্বল হাদীস।

হাদীস ৪

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ . قَالَ سُفْيَانُ لأَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ هُوَ كَلاَمُ اللَّهِ وَكَلاَمُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল-হুমাইদী হতে, বর্ণনা করেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, "আসমান-যামীনের মধ্যে আয়াতুল কুরসীর চাইতে মহান আর কোন কিছুই আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেননি", এর ব্যাখ্যায় সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ বলেন, আয়াতুল কুরসী হল আল্লাহ তা'আলার কালাম, আর আল্লাহ তা'আলার কালাম তো নিঃসন্দেহে আসমান-যামীনের সকল সৃষ্টির চাইতে মহান। [জামে' আত-তিরমিজি: ২৮৮৪]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

আল্লাহর হেফাজতে থাকবে

হাদীস ১

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্থ, আমার

যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেক বার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ূল কাইয়ূম" আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে

বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ূল কাইয়ূম" প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান। [সহীহ বুখারী: ২৩১১]
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ."

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকাতুল ফিত্‌রের) হিফাযতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব।

তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফাজতকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাচারী এবং শয়তান ছিল।

[সহীহ বুখারী: ৩২৭৫]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ إِلَى : (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِيَ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْمُلَيْكِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَزُرَارَةُ بْنُ مُصْعَبٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ جَدُّ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدَنِي

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা আল-মু'মিন এর হা-মী-ম হতে ইলাইহিল মাসীর (১, ২, ও ৩ নং আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত (আল্লাহ্ তা'আলার) হেফাজতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি এর উসীলায় সকাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে। [যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২১৪৪), জামে' আত-তিরমিজি: ২৮৭৯]

হাদীসের মান: দুর্বল হাদীস।

সূরা আলে-ইমরান

হাদীস ১

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ مَنْ قَرَأَ أُخِرَ الِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত নামাজে কাটানোর সওয়াব লেখা হবে।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৭)

হাদীস ২

وَعَنْ مَكْحُول قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ أَلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلِئِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ - رَوَاهُمَا الدَّارِمِي

[তাবেয়ী] হযরত মাকহুল (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা আলে ইমরান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। -[উক্ত হাদীস দুটি দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৬৮)

সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান

হাদীস ১

وعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ

আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা কোরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বরকত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না"। মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম বলেন, 'আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থীরা অর্থাৎ যাদুকরদল'। (মুসলিম ১৯১০)

হাদীস ২

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ ﷺ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ ا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سُودَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقُ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কোরআন এবং তার পাঠকদের উপস্থিত করা হবে যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করত। তাদের আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান, যেন তারা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি কালো ছায়া, যার মধ্যস্থলে দীপ্তি বা আলো অর্থ থাকবে, অথবা ডানা প্রসারিত পাখির ঝাঁক। তারা আল্লাহর দরবারে তাদের পাঠকদের মুক্তির জন্য অনুযোগ বা ঝগড়া করবে। [মুসলিম]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০১৯)

সূরা কাহাফ

প্রশান্তি নাযিল হয়

وَعَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া দুটি রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এ সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে ফেলল এবং তার নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করল। তিনি বললেন, এটা ছিল রহমত কোরআনের কারণে নেমে এসেছে। [সহীহুল বুখারী ৫০১১, ৩৬১৪, ৪৮৩৯, মুসলিম ৭৯৫, তিরমিযী ২৮৮৫, আহমাদ ১৮০০৬, ১৮০৩৮, ১৮১১৮, ১৮১৬৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করে

হাদীস ১

وَعَنْ أَبي الدرداء (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَشَرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوَرَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ الدَّجَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে। [মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২৪)

হাদীস ২

وَعَنْ أَبِئ الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَفِظَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল কাহাফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখা হবে। [মুসলিম][১]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

وَعَن أبِى الدَّرْدَاء قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল কাহাফ এর প্রথম দিকের তিনটি আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ রাখা হবে। (তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)[২]

হাদীসের মান: শায।

হাদীস ৪

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ: « غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ, وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ:

«لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِم,ْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَ طَأْطأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ, فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » . (م)

صحيح

নাওয়াস ইব্‌ন সাম‘আন থেকে বর্ণিত, কোন এক সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের উল্লেখ করলেন, তাতে তিনি আওয়াজ নিচু ও উঁচু করছিলেন, এমনকি আমরা তাকে (দাজ্জালকে) প্রতিবেশীর খেজুর বাগানে ধারণা করেছিলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমি তোমাদের ওপর দাজ্জাল ব্যতীত অন্য কিছুর আশঙ্কা করছি, যদি সে বের হয় আর আমি তোমাদের মাঝে থাকি, তাহলে আমিই তাকে মোকাবিলা করব

তোমাদের পরিবর্তে। যদি সে বের হয় আর আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে প্রত্যেকে তার নিজের জিম্মাদার, আর আমার অবর্তমানে আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের জিম্মাদার। দাজ্জাল কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক, তার চোখ ওপরে উঠানো, আমি তার উদাহরণ পেশ করছি আব্দুল উজ্জা ইব্‌ন কুতনকে। তোমাদের থেকে যে তাকে পাবে সে যেন তার ওপর **সূরা কাহাফের** প্রথম আয়াতগুলো পড়ে, নিশ্চয় সে বের হবে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে, সে ডানে ও বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা দৃঢ় থাক"। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, যমীনে তার অবস্থান কি পরিমাণ হবে? তিনি বললেনঃ "চল্লিশ দিন, একদিন এক বছর সমান, অতঃপর একদিন এক মাসের সমান, অতঃপর একদিন এক জুমার সমান, অতঃপর তার অন্যান্য দিনগুলো তোমাদের দিনের ন্যায়"। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, যে দিনটি এক বছরের ন্যায় সেখানে কি একদিনের সালাত যথেষ্ট? তিনি বললেনঃ "না, তোমরা তার পরিমাণ করবে"। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল যমীনে তার গতি কিরূপ হবে? তিনি বললেনঃ "মেঘের মত, যাকে বাতাস হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, সে এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে আহ্বান করবে, ফলে তারা তার ওপর ঈমান আনবে ও তার ডাকে সাড়া দিবে, অতঃপর সে আসমানকে নির্দেশ করবে আসমান বৃষ্টিপাত করবে, যমীনকে নির্দেশ করবে যমীন শস্য জন্মাবে, এবং তাদের জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে উঁচু চুটি, দুধে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ দেহ নিয়ে। অতঃপর এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে, কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, সে তাদের থেকে চলে যাবে ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে তাদের হাতে তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। সে ধ্বংস স্তূপের পাশ দিয়ে যাবে অতঃপর তাকে বলবে, তোমার সম্পদ তুমি বের কর, ফলে তার সম্পদ তার অনুগামী হবে মক্ষী রাণীর ন্যায়, অতঃপর সে পূর্ণ এক যুবককে ডাকবে ও তলোয়ারের আঘাতে দু'টুকরো করে ঢিলার দূরত্ব পরিমাণ দুই ধারে নিক্ষেপ করবে, অতঃপর তাকে ডাকবে সে এগিয়ে আসবে ও হাসিতে তার চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। দাজ্জাল এরূপ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ মাসিহ ইব্‌ন মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের ডানার

ওপর তার দু'হাত রেখে। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন (বৃষ্টির ন্যায়) পানি টপকাবে, যখন তিনি মাথা উঁচু করবেন মুক্তোর ন্যায় শ্বেত পাথর পড়বে, (অর্থাৎ পরিষ্কার পানি)। কোন কাফের এর পক্ষে সম্ভব হবে না তার শ্বাসের গন্ধ পাবে আর বেচে থাকবে, তার শ্বাস সেখানে যাবে যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছবে। তিনি তাকে সন্ধান করবেন অবশেষে 'লুদ্দ' নামক দরজার নিকট তাকে পাবেন, অতঃপর তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এক কওমের নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনি তাদের চেহারায় হাত ভুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্তবা সম্পর্কে তাদেরকে বলবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তার নিকট ওহি করবেন, আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য কারো নেই, অতএব তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তুরে আশ্রয় গ্রহণ কর, আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে। তাদের প্রথমাংশ পানিতে পূর্ণ নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা তার পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষাংশ অতিক্রম করবে ও বলবে, এখানে কখনো পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) ও তার সাথীগণ তুরে আটকা পড়বেন, অবশেষে গরুর একটি মাথা তাদের নিকট বর্তমানে তোমাদের একশো দিনার থেকে উত্তম হবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট মনোনিবেশ করবেন, ফলে আল্লাহ তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) গ্রীবায় গুটির রোগ সৃষ্টি করবেন, ফলে তারা সবাই এক ব্যক্তির মৃতের ন্যায় মৃত পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ যমীনে অবতরণ করবেন, তারা যমীনে এক বিঘত জায়গা পাবে না যেখানে তাদের মৃত দেহ ও লাশ নাই। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট দো'আ করবেন, ফলে তিনি উটের গর্দানের ন্যায় পাখি প্রেরণ করবেন, তারা এদেরকে বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা-পাকা কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে সে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করবে না, যমীন ধৌত করে অবশেষে আয়নার মত করে দিবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোমার ফল তুমি জন্মাও, তোমার বরকত তুমি ফেরৎ দাও, ফলে সেদিন এক দল লোক একটি আনার ভক্ষণ করবে এবং তার ছিলকা দ্বারা ছায়া গ্রহণ

করবে, দুধে বরকত দেয়া হবে ফলে এক উটের দুধ কয়েক গ্রুপ মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এক গরুর দুগ্ধ এক গ্রামের জন্য যথেষ্ট হবে। এক বকরির দুগ্ধ এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা এভাবেই জীবন যাপন করবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের বগলের নিচ স্পর্শ করবে, ফলে সে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমের রূহ কব্জা করবে, তখন কেবল সবচেয়ে খারাপ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তারা গাধার ন্যায় (সবার সামনে) যৌনাচারে লিপ্ত হবে, অতঃপর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে"। [মুসলিম]

হাদীসের মান: সহীহ হাদিস।

[১] সহীহ : মুসলিম ৮০৯, আবূ দাঊদ ৪৩২৩, তিরমিযী ২৮৮৬, আহমাদ ২১৭১২, মুসতাদারাক লিল হাকিম ৩৩৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৭, রিয়াযুস্ সলিহীন ১০২৮, সহীহাহ্ ৫৮২, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৭২, সহীহ আল জামি‘ ৬২০১।

[২] শায: আর মাহফূয হলো من حفظ عشر أيات এ শব্দে। তিরমিযী ২৮৮৬, য‘ঈফাহ্ ১৩৩৬, য‘ঈফ আত্ তারগীব ৮৮৩, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৭৬৫।

ঈমানের নূর চমকাবে

وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْم الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ

আবু সা‘ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা আল কাহাফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এ জুমাহ্ হতে আগামী জুমাহ্ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (বায়হাক্বী- দা‘ওয়াতুল কাবীর)

[সহীহ : সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৬, ইরওয়া ৬২৬, সহীহ আত্ তারগীব ৭৩৬, সহীহ আল জামি‘ ৬৪৭০, আদ্ দা‘ওয়াতুল কাবীর ৫২৬।]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

সূরা ত্বা-হা ও সূরা ইয়াসীন

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَرَأَ طٰهٰ وَيٰسٓ قَبْلَ أَنْ يخلق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلٰئِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَى لِأُمَّةٍ يُنْزَلُ هٰذَا عَلَيْهَا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمَلُ هَذَا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا - رَوَاهُ الدَّارِمِى

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন' পাঠ করলেন। যখন ফেরেশতাগণ এটা শুনলেন তখন বললেন, ধন্য সেই জাতি যাদের উপর এটা নাযিল হবে, ধন্য সেই পেট যে তা ধারণ করবে এবং ধন্য সেই মুখ যে তা উচ্চারণ করবে। [দারেমী]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪৫)

সূরা ইয়াসীন

হাদীস ১

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يٰس وَمَنْ قَرَأَ يٰس كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَارِمِيُّ وَقَالَ التِرْمِذِي هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব [হৃদয়] রয়েছে, আর কোরআনের কলব হলো 'সূরা ইয়াসীন'। যে এটা একবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা এর দরুন তার জন্য দশবার কোরআন পড়ার সওয়াব নির্ধারণ করবেন। [তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪৪)

হাদীস ২

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَيْسَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَضَيْتُ حَوَائِجَهُ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلاً

[তাবেয়ী) হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রঃ) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে একথা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। [দারেমী মুরসালরূপে]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৭৩)

হাদীস ৩

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِنِ الْمُزَنِي (رض) أَنَّ النبي ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ يُس ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

[সাহাবী] হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার মুযানী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী [সগীরা] গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট এ সূরা পড়বে। [বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৭৪)

সূরা দুখান

হাদীস ১

وَعَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الله قَرَأَ حَمَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي خَشْعَمَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيث.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে, সে সকালে উঠে আর তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

[ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব। তাছাড়া এর রাবী আমর ইবনে আবূ খাসআম যয়ীফ। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন, আমর একজন মুনকার রাবী।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪৬)

হাদীস ২

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حُمَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هُذَا حَدِيْثُ غَرِيبٌ وَهِشَامُ أَبُو الْمِقْدَامِ الرَّاوِي يُضَعَّفُ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন- যে জুমার রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।

[ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা গরীব। কেননা এর রাবী আবু মিকদাম হেশামকে যয়ীফ বলা হয়ে থাকে।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪৭)

সূরা আর-রাহমান

وعن علي (رض) قَالَ سَمِعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْ عَرُوس على الله وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি সৌন্দর্য বা শোভা রয়েছে, আর কোরআনের শোভা হলো 'সূরা আর রাহমান'।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৭৬)

সূরা ওয়াকি'আহ

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةً أَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقْرَأْنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকি'আহ পড়বে, কখনো সে অভাবে পতিত হবে না। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত [আবদুল্লাহ] ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা পড়তে বলতেন। [উক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৭৭)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করবেন

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَثَ مَرَاتِ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَرَأَ ثَلَثَ أَيَاتٍ مِنْ أُخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَالدَّارِمِي وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ

হযরত মা'কেল [মা'কাল নয়] ইবনে ইয়াসার (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে- 'আউযু বিল্লাহিস্ সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম' অতঃপর সূরা হাশরের

শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন- যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি সে এই দিনে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদরূপে মারা যাবে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে।

[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫৩)

সূরা মূলক

হাদীস ১

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلْثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالتَّرْمِذِي وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোরআন মাজীদে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক।

[আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪৯)

হাদীস ২

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانَ يَقَرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النبي الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تَنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِى وَقَالَ هُذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো এক সাহাবী একটি কবরের উপর আপন তাঁবু খাটালেন। তিনি

জানতেন না যে, এটা একটি কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন তাতে একটি লোক সূরা 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' পড়ছে, এমনকি তা শেষ করে ফেলেছে। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে উক্ত সংবাদ অবহিত করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা হচ্ছে [আজাব হতে] বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী, যা পাঠককে আল্লাহর আজাব হতে মুক্তি দিয়ে থাকে।

[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫০)

সূরা মূলক এবং সূরা সাজদাহ

হাদীস ১

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الَم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِى وَالدَّارِمِي) وَقَالَ التِّرْمِذِي هُذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيحِ غَرِيب. ٌ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' ও 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়ে নিদ্রা যেতেন না। [আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী]

(ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। শরহুস সুন্নায়ও এরূপ বলা হয়েছে। আর 'মাসাবীহ' কিতাবে একে গরীব বলা হয়েছে)

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫১)

হাদীস ২

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اقْرَءُوا الْمُنْجِيَةِ وَهِيَ الْمَ تَنْزِيلُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيرُ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْثُرُ

قِرَاءَتِي فَشَفَعَهَا الرَّبُّ تَعَالَى فِيْهِ وَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ أَيْضًا إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِى عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتَشْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِي تَبَارَكَ مِثْلَهُ وَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبِيْتُ حَتَّى يَقْرَأَهُمَا وَقَالَ طَاءُوسٌ فَضَّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسِتِّيْنَ حَسَنَةً . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

[তাবেয়ী] হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রঃ) বলেন, পড় তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা। এটা হলো 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' [অর্থাৎ সূরা সাজদাহ]। কেননা বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি এটা পড়ত এবং এটা ছাড়া অপর কিছু পড়ত না। আর সে ছিল বড় গুনাহগার ব্যক্তি। উক্ত সূরা তার উপর ডানা বিস্তার করে এবং বলতে থাকে যে, হে পরওয়ারদেগার তাকে মাফ কর! কেননা সে আমাকে বেশি বেশি পড়ত। সুতরাং মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে এর শাফা'আত গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, তার প্রত্যেক গুনাহর স্থলে এক একটি নেকি লিখ এবং তার মর্যাদা উঁচু কর।

তিনি এটাও বলেন যে, উক্ত সূরা কবরে তার পাঠকের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তাহলে তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত কবুল কর, আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আমাকে তা হতে মুছে ফেল! [অপর - বর্ণনায়] তিনি বলেন, এ সূরা পাখির মতো তার উপর আপন পাখা প্রসার করবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে কবরের আজাব হতে রক্ষা করবে। তিনি 'সূরা তাবারাকাল্লাযী' সম্পর্কেও এরূপ বলেছেন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] খালেদ এ সূরা দুটি না পড়ে শয়ন করতেন না। তাবেয়ী তাউস (রঃ) বলেন, এ দু সূরাকে কোরআনের প্রত্যেক সূরা অপেক্ষা ষাট গুণ অধিক নেকি লাভের মর্যাদা দান করা - হয়েছে। [দারেমী মুরসালরূপে]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৭২)

সূরা তাকাসুর

এক হাজার আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব

وَعَن ابْنِ عُمر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقرأ أَلْف أَيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يقرأ الف أَيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقرَأَ الْهُكُمُ التَّكَاثُرُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারে না? সাহাবীগণ বললেন, কে প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারবে? তখন তিনি বললেন, তবে কি তোমাদের কেউ প্রত্যহ সূরা 'আলহা-কুমুত্তাকাসুর' পড়তে পারে না? [বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৮০)

সূরা কাফিরূন

শিরক হতে মুক্তিলাভ

وَعَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولَهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي فَقَالَ أَقْرَأْ قُلْ يَأَيُّهَا الكَفِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشرك - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ وَالدَّارِمِي

[তাবেয়ী] ফারওয়া ইবনে নাওফাল (রঃ) তাঁর পিতা নাওফাল (রাঃ) হতে বর্ণনা ও করেন যে, একদা নাওফাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন যা আমি শয্যা গ্রহণকালে পড়তে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সূরা কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন' পড়। কেননা এতে শিরক হতে মুক্তি রয়েছে। [তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী]
(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫৭)

সূরা ইখলাস

এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াতের সমান

হাদীস ১

عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ

আবু সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, "কুল হুআল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ সূরা ইখলাস কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।

[সহীহ বুখারী: ৫০১৫, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৪২, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৪৬]

হাদিসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

আবু সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে (কুল হু ওয়া আল্লাহু আহাদ) বারংবার পাঠ করতে শুনলেন। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাযির হলেন এবং ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর ঐ ব্যক্তি যেন উক্ত সূরার পাঠকে কম গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ কসম ঐ সত্তার! নিশ্চয়ই এ সূরা কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

[সহীহ বুখারী: ৬৬৪৩, আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৮৮]

হাদিসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْشِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " . فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ . ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن." ِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সবাইকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা এক জায়গায় জমায়েত হও। কারণ আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে কোরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। সুতরাং যাদের জমায়েত হওয়ার তারা জমায়েত হলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং "কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ" সূরাটি পড়লেন। তারপর তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে থাকলাম, আমার মনে হয় আসমান থেকে কোন খবর এসেছে আর সে জন্যই তিনি ভিতরে প্রবেশ করেছেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে কোরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। জেনে রাখ এটি (সূরা ইখলাস) কোরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।

[ই.ফা. ১৭৫৮, ই.সে. ১৭৬৫, সহিহ মুসলিম: ১৭৭৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৪

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مَسْعُودٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلاَ نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَحْسَنَ مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْرَائِيلُ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ وَاضْطَرَبُوا فِيه. ِ

আবু আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কি এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ কোরআন তিলাওয়াত করতে অপারগ? যে লোক আল্লাহু ওয়াহিদুস্ সামাদ (সূরা আল-ইখলাস) পাঠ করল সে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল। [সহীহঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২২৫), মুসলিম, আবূ দারদা হতে]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৫

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" . ِ

আবু মাসউদ আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল-আহাদুল ওয়াহিদুস সামাদ" (ইখলাস) সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। [৩১২১, হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদূন নাদীর ১০২৪]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৬

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي: - قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» . وفي روايةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ لأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أحَدُكُمْ أنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟»، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَد: ثُلُثُ الْقُرْآنِ». رواه البخاري

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূরা) ‘ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ সম্পর্কে বলেছেন, “সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য ” অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন, ‘তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পড়তে অপারগ ?’ প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে ভারী মনে হল । তাই তাঁরা বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল এ কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে ?’ (অর্থাৎ কেউ পারবে না ।) তিনি বললেন, “ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ’ (সূরা ইখলাস) কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য ।” (অর্থাৎ, এই সূরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়) (বুখারী)

(সহীহুল বুখারী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাঊদ ১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৭, ৪৮৩)
হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৭

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "নিঃসন্দেহে এটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য"। [মুসলিম ৮১২]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বেহেশত লাভের মাধ্যম

হাদীস ১

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حَبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সূরা তথা 'কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ'কে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার একে ভালোবাসা তোমাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবে।

[তিরমিযী আর বুখারী এর সমার্থ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২৭)

হাদীস ২

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْبِرُوهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّه - مُتَفَقَ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সাথীদের নামাজ পড়াত এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দ্বারা [কেরাত] শেষ করত। যখন তারা মদিনায় ফিরে আসল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি বললেন - তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কারণ এতে আল্লাহর গুণাবলি রয়েছে, আর আমি আল্লাহর গুণাবলি পাঠ করতে ভালোবাসি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে অবহিত কর যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। [বুখারী ও মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০২৬)

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৩

আনাস (রাঃ) হতে বর্নিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল'! আমি এই (সূরা) 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। তিনি বললেন, 'এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে'। [সহীহুল বুখারি: ৭৭৪]

হাদীস ৪

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي ادْخَلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ঘুমাবার ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে, অতঃপর একশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে - যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন মহাপ্রভু তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডানদিকের বেহেশতে প্রবেশ কর। [ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান তবে গরীব] (আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫৫)

হাদীস ৫

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشَرَ مَرَاتِ بَنِي لَهُ بِهَا قَصْرَ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بَنِي لَهُ بِهَا قَصرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا تَلْبِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا تَلْقَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِذَا لَنُكَثَرَنَّ قُصُورَنَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ اللهُ اَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

[তাবেয়ী] হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব মুরসালরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণন করেন যে, তিনি বলেছেন, যে দশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা [প্রাসাদ] তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে দুটি বালাখানা তৈরি করা হবে, আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। এটা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন,

আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো আমরা বহু বালাখানা লাভ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর রহমত এটা অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত। [এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই হে ওমর!] [দারেমী]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৮১)

গুণাহ মাফের মাধ্যম

وَعَن انس (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَن قرأ كُلَّ يَوْمٍ مَائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْن - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِي) وَفِي رِوَايَتِهِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْن. ◌َ

হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মুছে দেওয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে। [তিরমিযী ও দারেমী] [১]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫৪)

[১] কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় [দুইশতবারের স্থলে] পঞ্চাশবারের কথা রয়েছে এবং তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে দুইশতবারের বর্ণনাই সঠিক।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস

হাদীস ১

وعَن عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذَا غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعُوذُ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مَتَعَوِّذُ بِمِثْلِهِمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ◌َ

হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম। এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'সূরা কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস' দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে উকবাহ! এগুলো দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর! কেননা এগুলোর ন্যায় কোনো সূরা দ্বারা কোনো প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেনি। [আবূ দাউদ]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৫৮)

হাদীস ২

উকবাহ বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বললেন, ‘তুমি কি দেখনি, আজ রাতে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার আনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব’ ও ‘কুল আউযু বিরাব্বিল নাস’। [মুসলিম: ৮১৪]

হাদীস ৩

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু’ টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু’টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন’। [তিরমিযী: ২০৫৮]

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা করে

হাদীস ১

وَعَنْ انَ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَ أعُوذُ برَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর এ হাতদ্বয় দ্বারা আপন শরীরের যতটুকু সম্ভব হতো মুছে নিতেন। শুরু করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ হতে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। [বুখারী: ৫০১৭]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتُمْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ " قُلْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ " قُلْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ " قُلْ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ." ٍ

মু'আয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাঃ) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বর্ষণমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সালাত পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন, তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে। [তিরমিযী, নাসায়ী]

হাদীসের মান: হাসান হাদীস।

হাদীস ৩

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ خُبَيْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «اِقْرَأْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "সকাল-সন্ধ্যায় 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) এবং 'ক্বুল আঊযু বিরাবিবল ফালাক্ব' ও 'ক্বুল আঊযু বিরাবিবন্নাস' তিনবার করে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।" [তিরমিযী ৩৫৭৫, আবূ দাউদ ৫০৮২, নাসায়ী ৫৪২৮, ৫৪২৯]

হাদীসের মান: হাসান হাদীস।

সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ، وَ ﴿قُلْ يَاَ أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾. تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْاٰنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু’জনেই বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (সাওয়াবের দিক দিয়ে) সূরা ‘ইযা- যুলযিলাত’ কোরআনের অর্ধেকের সমান, ‘কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ’ (কোরআনের) এক-তৃতীয়াংশের সমান, ‘কুল ইয়া- আইয়ুহাল কা-ফিরূন’ এক-চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী)[১]

[১] য‘ঈফ : তবে ‘‘সূরা আল ইখলাস ও সূরা আল কাফিরূন’’-এর ফাযীলাত ব্যতীত। তিরমিযী ২৮৯৪, মুসতাদারাক লিল হাকিম ২০৭৮, শু‘আবূল ঈমান ২২৮৪, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৩১, য‘ঈফাহ্ ১৩৪২। কারণ এর সানাদে ইয়ামান ইবনু আল মুগীরাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

হাদীসের মান: দুর্বল হাদীস

নামাজে তিন আয়াত পড়ার ফজিলত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ أَنْ يَجِد فِيهِ ثُلُثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلْثُ آيَاتٍ يَقْرَءُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلْثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে না যে, সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সেখানে হৃষ্টপুষ্ট, বড়, গর্ভবতী তিনটি উষ্ট্রী পেতে? আমরা বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো স্বীয় নামাজে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা তিনটি মোটাতাজা বড় উষ্ট্রী হতে অতি উত্তম। [মুসলিম]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০০৯)

রাতে কোরআন তেলাওয়াত করার ফজিলত

وَعَن الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ أَيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوت لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةٍ إِلَى الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارُ مِنَ الْأَجْرِ قَالُوا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ إِثْنَا عَشَرَ الْفًا - رَوَاهُ الدَّارِمى

[তাবেয়ী] হযরত হাসান [বসরী] (র.) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশতটি আয়াত পড়বে, ঐ রাতে কোরআন মাজীদ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দুশত আয়াত পড়বে তার জন্য এক রাতের ইবাদত লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশ হতে হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে, সে ভোরে উঠে এক 'কিন্তার' সওয়াব দেখবে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'কিন্তার' কি? তিনি বললেন, ১২ হাজার (দিনার পরিমাণ ওজন)। [দারেমী]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৮২)

অন্যত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِين...

...আর যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

[*ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৪২; বায়হাক্বী শো'আব হা/২০০২; মিশকাত হা/২১৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৪০*]

কোরআন শিক্ষা না করার পরিণতি

অন্তর হয় শয়তানের আবাসস্থল

মানবজাতিকে কোরআনের আলোয় আলোকিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন। জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে এসে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। তবে যারা কোরআন অধ্যয়ন করবে না, কোরআনের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করবে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মানুষবিহীন শূন্য বিরান বাড়ীর মত। একটা শূন্য বিরান বাড়ীতে যেমন সাপ, বিচ্ছু, তেলাপোকা ইত্যাদি পোকা-মাকড় বসবাস করে তেমনি যে অন্তরের মধ্যে কোরআন থাকে না সেই অন্তরে বসবাস করে শয়তান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَعَن ابْنِ عَبَّاس (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন- যে পেটে কোরআনের কিছু নেই, তা শূন্য ঘর তুল্য। [তিরমিযী ও দারেমী]

হাদীসের মান: ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৩২)

অতএব নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে হলে জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের তুলনায় আল-কোরআন শিক্ষা করার কাজকে রাখতে হবে প্রথম স্থানে।

কোরআন আমলকারী এবং আমলবিমুখীর দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা'আলা আল-কোরআন নাযিল করেছেন সবার জন্য। অর্থাৎ যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করে তাদের জন্য আর যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করে না তাদের

জন্যও। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই শ্রেণী মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নিম্নরূপ,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا.

আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ব্যক্তি কমলা লেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত। যে মু'মিন ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে খেজুর তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কোরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুল্মের সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মুনাফিক ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে মাকাল ফল তুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই। [বুখারী ৫০২০, ৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০; মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাঊদ ৪৮২৯, আহমাদ ১৯০৫৫, ২৯১৭৭, ১৯১৬৫; দারিমী ৩৩৬৩]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جَرَابِ مَحْشُرٍ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أَوْكِيَ عَلَى مِسْك. ِ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة)ِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। আর কোরআনের উপমা হলো অর্থাৎ যে তা শিক্ষা করে, পড়ে এবং তা নিয়ে রাতে নামাজে দাঁড়ায় তার উপমা মেশক ভর্তি পাত্রের

ন্যায়, যা চারদিকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে তা শিক্ষা করে এবং তা পেটে নিয়ে রাতে ঘুমায়, তার উপমা মেশক ভর্তি থলির ন্যায়- যার মুখ ঢাকনি দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। [তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৪০)

কোরআন বিমুখদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিযোগ পেশ

আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। কিন্তু যারা কোরআন শিক্ষা করে নি, কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে নি, নিজের জীবন পরিচালিত করে নি অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা ছিল কোরআন থেকে বিমুখ, কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগ পেশ করবেন। কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

আর রাসূল বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কোরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে'।

(সূরা আল-ফুরকান: ৩০)

বি:দ্র: ইবন কাছীর বলেন, কোরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কোরআন পরিত্যাগ করার শামিল। (পৃঃ ৬/১৮৮)

কিয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায় উঠবে

যারা দুনিয়াতে কোরআন শিক্ষা করেন নি, কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্ধ, মূক এবং বধির অবস্থায় তুলবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ¤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ¤ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ۝

আর যে আমার যিকির (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয়ই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাবো। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ? অথচ আমিতো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল।

(সূরা ত্বা-হা: ১২৪-১২৬)

আরেক জায়গাতে আল্লাহ পাক আবার বলেছেন,

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেব।

(সূরা বনী-ইসরাঈল: ৯৭)

এছাড়া হাদীসে এসেছে, যে কোরআন শিক্ষা করার পর তা ভুলে যাবে সে অঙ্গহীনরূপে উথিত হবে কিয়ামতের দিন,

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَا من امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والدارمي

সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিখে ভুলে গিয়েছে, সে কিয়ামতের দিন অঙ্গহানি অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। [আবূ দাঊদ, দারিমী]

[আবূ দাঊদ ১৪৭৪, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫১৫৩। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী। আর ‘ঈসা ইবনু ফায়িদ একজন মাজহূল রাবী।]

হাদীসের মান: যঈফ

গাফেল হিসেবে গণ্য হবে

কোরআনের ভাষায় গাফেল বলতে বুঝায় যারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত থাকে অর্থাৎ যারা কোরআন শিক্ষা করে না তাদের আল্লাহ তা'আলা গাফেল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, আল-কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

أُوْلَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ ¤

এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল।

(সূরা আল-আরাফ: ১৭৯)

কোরআন সাক্ষী হিসেবে উত্থাপিত হবে

কেয়ামতের দিন আল-কোরআন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে যে দুনিয়াতে কোরআন শিক্ষা করে নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

কোরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল।

[মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১]

আরও একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيمَةِ الْقُرْآنُ يُحَاجَ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرُ وَبَطْنُ وَالْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِي إِلَّا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ - رَوَاهُ فِي شرح السُّنَّةِ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে থাকবে। ১. কুরআন- এটা বান্দাদের [পক্ষে বা বিপক্ষে] আর্জি পেশ করবে। এর বাহির ও ভিতর দুটি রয়েছে। ২. আমানত এবং ৩. আত্মীয়তার বন্ধন। [এদের প্রত্যেকে] ফরিয়াদ করবে, ওহে! যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুন! -[বাগাবী- শরহুস সুন্নায়]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৩০)

কোরআন বিমুখদের জাহান্নামে যেতে হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ

কোরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কোরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কোরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কোরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। [ছহীহ ইবনে হিববান হা/১২৪]

পরকালে জবাবদিহি করতে হবে

কোরআনের অধ্যয়ন না করলে কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ¤

নিশ্চয় এ কোরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সূরা যুখরুফ: ৪৪)

সুতরাং যারা কোরআন পাঠ করে অথচ সে অনুযায়ী আমল করে না, তাদের জন্য কোরআন আল্লাহ তা'আলার দরবারে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

কোরআন অধ্যয়নের আদব

প্রাথমিক আদব

- যেকোনো impurity বা অপবিত্রতা থাকলে তা থেকে নিজেকে পবিত্র করা। যেমন, ঋতুস্রাব, জানাবাত
- নিজের পোশাক এবং শরীর পবিত্র হওয়া
- মিসওয়াক করা
- অযু করা
- নিয়ত ঠিক করা, যেমন, কেন অধ্যয়ন করা হচ্ছে।
- পবিত্র কোন জায়গায় বসা, সম্ভব হলে কিবলামুখী হয়ে বসা
- তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠ করা। এ বিষয়ে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ ¤

সুতরাং যখন আপনি কোরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

(সূরা আন-নাহল: ৯৮)

- অতঃপর সূরা আত-তাওবাহ ব্যতীত অন্য যে কোন সূরার শুরু থেকে তেলাওয়াত করলে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে অন্যথায় ‘আউযুবিল্লাহ’ই যথেষ্ট।
- যদি কারো ডিসটার্ব হয় তাহলে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত না করা, যেমন, ঘুমন্ত কেউ পাশে থাকলে।

একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করা

কোরআন অধ্যয়ন করা হচ্ছে একটি ইবাদত। আর ইবাদতের মূল উৎস হল খুলূসিয়াত বা একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা। অতএব কোরআন অধ্যয়ন করার সময় সব ধ্যান-ধারণা কোরআনের মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে উৎর্সগ করে দিতে হবে।

তাজবীদ সহকারে অধ্যয়ন করা

ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে

তাড়াহুড়ো না করে তাজবীদ সহকারে প্রত্যেকটা হরফের মাখরাজ বুঝে ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

হাদীস ১

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না।

[আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

وَعَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكَ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو داود وَالنَّسَائِي

[তাবেয়ী] হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (র.) [তাবেয়ী] ইবনে আবী মুলাইকা (র.) হতে, তিনি [তাবেয়ী] ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, ইয়া'লা একদা হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এটা প্রকাশ করছেন প্রতিটি অক্ষর পৃথক করে।

[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২১০০)

হাদীস ৩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ثُمَّ يَقِفُ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَؤُهَا (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو عُبَيْدٍ وَيَخْتَارُهُ هَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لأَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرْفًا حَرْفًا وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَكَانَ يَقْرَأُ (مَلِكِ يَوْمِ الدِّين.)

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করে ক্বিরাআত পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করতেন "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", তারপর বিরতি দিতেন; তারপর পাঠ

করতেনঃ "আর-রাহমানির রাহীম", তারপর বিরতি দিয়ে আবার পাঠ করতেনঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"।

[সহীহঃ ইরওয়াহ্ (৩৪৩), মিশকাত (২২০৫), সিফাতুস সালাত, মুখতাসার শামা-য়িল (২৭০)]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৪

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاث» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد والدارمي

আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কোরআন পড়েছে, সে কোরআন বুঝেনি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারিমী)[তিরমিযী ২৯৪৯, ইবনু মাজাহ ১৩৪৭, শু‘আবূল ঈমান ১৯৪১, আবূ দাঊদ ১৩৯৪, আহমাদ ৬৫৩৫, দারিমী ১৫৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫৮]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করা

তাজবীদ সহকারে পড়ার পাশাপাশি সুন্দর কোমল কণ্ঠে তেলাওয়াত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

হাদীস ১

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

زيّنوا القرآن بأصواتكم

তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে। [আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ২

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ . رواه احمد وأبو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের [সুমধুর] স্বর দ্বারা কোরআনকে সুন্দর কর। [আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

(আনওয়ারুল মিশকাত - ৩য় খন্ড:২০৯৫)

হাদীস ৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ . قَالَ فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا، أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْه. ُ

বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাইতে উত্তম ও সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত আর কোন মানুষের নিকট শুনিনি।

[বুখারী ৭৬৭, ৭৬৯, ৪৯৫২, ৭৫৪৬; মুসলিম ৪৬১-৩, তিরমিযী ৩১০, নাসায়ী ১০০০-১, আবূ দাঊদ ১২২১, আহমাদ ১৮০৩৩, ১৮০৫৬, ১৮২০৬, ১৮২২৩, ১৮২৩৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৬। তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ]

হাদীসের মান: সহীহ হাদীস।

হাদীস ৪

وَعَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْه

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এশার নামাযে সূরা 'অততীন অযযাইতূন' পড়তে শুনেছি । বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি।" [বুখারী, মুসলিম]
(সহীহুল বুখারী ৭৬৭, ৪৯৫২, ৭৫৪৬, মুসলিম ৪৬৪, তিরমিযী ৩১০, নাসায়ী ১০০০, ১০০১, আবূ দাউদ ১২২১, ইবনু মাজাহ ৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬)
হাদিসের মান: সহীহ হাদীস

হাদীস ৫

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا - رَوَاهُ الدَارِمِي

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের স্বরের দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুমধুর স্বর কোরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। [দারেমী]

হাদীস ৬

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমরা কোরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কোরআনের মু'জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

অর্থ বুঝে অধ্যয়ন করা

পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করার সময় অবশ্যই অর্থসহকারে বুঝে তাদাব্বুরের (গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা) সাথে পড়তে হবে। অন্যথায় কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যেই হাসিল হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন যেন মানবজাতি কোরআনের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। আর তাই কোরআনের অর্থ না বুঝলে, কোরআনের পঠিত আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, গবেষণা করা কিছুই করা যাবে না।

অথচ যা করার জন্য কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বারবার বলেছেন। সুতরাং অর্থ না বুঝলে অনুবাদ বা তাফসীর এর সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আগেকার দিনে সাহাবীগণ দশটি আয়াত অধ্যয়ন করে, সেই আয়াত থেকে জ্ঞান লাভ করে এবং তা নিজের জীবনে আমল করার পরে পরবর্তী আয়াত অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর ভয় নিয়ে বিগলিত অন্তরে অধ্যয়ন করা

বিনয়ের সাথে এমন ভাবে পড়তে হবে যেন মনে হয় এ কথাগুলো আপনাকে বলা হচ্ছে। কোরআনে এসেছে,

وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ

আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে।
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৮৩)

হাদীসে এসেছে,
কোরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত।
[আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০]

মনোযোগ সহকারে একাগ্রতার সহিত তেলাওয়াত শুনা

রেডিও-টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত শোনার আদব হচ্ছে অবশ্যই গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে একাগ্রতার সহিত শুনা। তা background music এর মত ছেড়ে রাখা উচিত না। যেমন, কেউ যদি নিজের কাজকর্ম করার পাশাপাশি রেডিও-টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে রাখে কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনছে না, তার মনোযোগ

তার কাজে তাহলে তার জন্য কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে রাখা উচিত না। তাছাড়া মানুষের হৈ-চৈ পূর্ণ এমন স্থানে কোরআন ছেড়ে রাখা উচিত নয়।

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اقرأ عَلَى قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কোরআন পড় [আমি শুনব]। আমি বললাম, হুজুর! আপনার সামনে আমি কোরআন পড়ব, অথচ এ কোরআন আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এটা অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, "তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনারকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব" তখন তিনি বললেন, এবার বন্ধ কর! এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে। [বুখারী, মিশকাত হা/২১৯৫]

এছাড়া আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ¤

আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর।

(সূরা আল-আ'রাফ: ২০৪)

কোরআনকে যথাযথ সম্মান করা

- কোরআন হচ্ছে একটি সম্মানিত গ্রন্থ তাই কোরআনকে সব সময় উঁচু স্থানে রাখতে হবে।
- কোরআনের পৃষ্ঠা মুড়ানো বা অহেতুক দাগাদাগি করা উচিত নয়।
- কোরআন খোলা রেখে উঠে না যাওয়া বা গল্পগুজব না করা কারণ তা হল একটি অসম্মানজনক কাজ। আল্লাহ্ পাক বলেন,

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ¤

যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।

(সূরা আল-হাজ্জ: ৩২)

কোরআন শিক্ষার জন্য করণীয়

ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অথবা যিনি সহীহভাবে কোরআন পড়তে পারেন তার নিকটেই কোরআন শিক্ষা করতে হবে।

নিয়মিত অধ্যয়ন করা

প্রতিদিন নিয়মিত কোরআন অধ্যয়নের মধ্যে থাকলে তা শিখতে সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্তে থাকবে। এছাড়া যা শেখা হবে তা বুঝতে, তা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে এবং তা আমল করতেও সহজ হবে।

নিয়মিত মশক করা

মশক হল শিক্ষকদের সাথে পড়া অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়বেন তারপর শিক্ষকেরটা শোনার পর শিক্ষকের মত করে শিক্ষার্থী পড়বে। নিয়মিত মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

আশেপাশের মানুষদের শিক্ষা দেয়া

প্রত্যেক মুসলিম উম্মার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে নিজের সন্তান এবং পরিবার পরিজনদের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা প্রচার করা। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

(সূরা আত-তাহরীম: ৬)

এবং হাদীসে এসেছে,

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন,

عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلَّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن

কোরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কোরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে।[ইবনু বাত্তাল, শরহে সহীহ বুখারী, ১০/২৬৬ পৃঃ]

ফজিলতপূর্ণ আয়াত এবং সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া

যেসব আয়াত এবং সূরাকে ফজিলতপূর্ণ বলা হয়েছে সেই সব আয়াত এবং সূরা ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং বেশি বেশি তেলাওয়াত করা উচিত।

উপসংহার

মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কোরআন হচ্ছে মানবজাতির জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক উৎস। আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আল-কোরআন নাযিল করেছেন মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য।

সুতরাং আল-কোরআন হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাতে আছে ইহকালীন এবং পরকালীন উভয় জগতের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর বর্ণনা, যেমন, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, হুকুম-আহকাম, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়সমূহ। যা হল একটি সাফল্যমন্ডিত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনের দিক নির্দেশক। অর্থাৎ মানবজীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে আল-কোরআনে। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا

তোমরা কোরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে।

[*দারেমী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮*]

আল্লাহ তা'আলা কোরআন শিক্ষাকে সবার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতএব দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করতে হলে আল-কোরআনকে অপরিহার্য

জীবন বিধান হিসেবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এজন্য আমাদের অবশ্যই নিয়মিত নিম্নোক্ত কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। যথা,

- কোরআন শিক্ষা করা,
- নিয়মিত এর তিলাওয়াত করা,
- অর্থ ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং
- কোরআনের সেই হুকুম-আহকাম নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা

আর উপরোক্ত কাজগুলো করা হচ্ছে প্রত্যেকে মানুষের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ¤

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।
(সূরা ত্বা-হা: ১২৩)

সুতরাং আল-কোরআন হচ্ছে যাবতীয় কল্যাণের উৎস যা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এতে বর্ণিত হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আবশ্যক তথা ফরজ দায়িত্ব।

পক্ষান্তরে যে কোরআন শিক্ষা করল না, তা বুঝলো না, তার তুলনা হচ্ছে অন্ধ মানুষের মতো যার কাছে আলো আর অন্ধকার দুটোই সমান। সুতরাং আলো দেখতে হলে কোরআন শিক্ষা করতে হবে, তা আমল করতে হবে। আর কোরআন শিক্ষা করা, তা অনুসরণ করা এবং বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে একজন প্রকৃত মুমিনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রেফারেন্স

বইয়ের মধ্যে পাওয়া তথ্য

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শেখার ফজিলত - না শেখার পরিণতি
লেখক: মুফতী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১৯
প্রকাশক: মো: নুরুল হক
প্রকাশনায়: রাজিয়া মোল্লা পবলিকেশন্স, ঢাকা

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে: কোরআনের পরিচিতি, কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব, ফজিলত এবং কোরআন শিক্ষা করার করণীয় বিষয়। এছাড়াও এতে আছে কোরআন এর ক্ষেত্রে উদাসীনতা এবং এর ভয়াবহ পরিণাম।

২. উলুমুল কুরআন (তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি)
লেখক: শাইখুল ইসলাম মুফতী ত্বাকী উসমানী
অনুবাদক: মুফতি শফিকুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০১৭
প্রকাশক: মাকতাবাতুল হারামাইন
প্রকাশনায়: বুশরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

৩. কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে?
লেখক: মাওলানা আবদুর রহমান
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১২
প্রকাশক: মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল

প্রকাশনায়: ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

ISBN Number: 978-984-33-5654-3

৪. আল কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

লেখক: ওবায়দুল হক

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৮

প্রকাশক: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৫. আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ (তৃতীয় খণ্ড)

অনুবাদক: মাওলানা আহমদ মায়মূন, মাওলানা আব্দুস সালাম

প্রকাশক: মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

৬. কোরআনের পরিচয়

লেখক: নূর হোসেন মজিদী

ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্য

- বাংলার কলরব - *কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত.* <https://www.banglarkolorob.com/https://www.banglarkolorob.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-

%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4/13353/13353> (প্রকাশিত হয়েছে ১ এপ্রিল ২০২১, ভিজিট করেছি ১১ মে ২০২৪)

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে: কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব এবং তার ফজিলত।

- তাওহীদের ডাক - *কুরআন শিক্ষা: ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা.* <https://www.tawheederdak.com/article_details/659> (ভিজিট করেছি ১২ মে ২০২৪)

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে: কোরআনের পরিচিতি, কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব এবং ফজিলত।

- ALMERJA - *Other names of the Quran.* <https://mail.almerja.com/en/more.php?pid=2721>(প্রকাশিত হয়েছে ৩ এপ্রিল ২০২৩, ভিজিট করেছি ১২ মে ২০২৪)
- SQSF - আল *কুরআন শিখন, পঠন, অনুধাবন এবং মেনে চলার ফযীলত.* <https://drive.google.com/file/d/1JZKVY4PPrmYhrSM6IWXuW8gnXRF0WSTv/view> (ভিজিট করেছি ১২ মে ২০২৪)

- Dawat - e - Islam, *40 beautiful names of the holy Quran.* <https://www.dawateislami.net/magazine/en/knowledge-is-light/names-of-quran> (প্রকাশিত হয়েছে মে ২০২০, ভিজিট করেছি ১৩ মে ২০২৪)

- islamweb.net, *Names of the Qur'an.* <https://www.google.com/amp/s/www.islamweb.net/amp/en/fatwa/81419/> (প্রকাশিত হয়েছে ১৮ আগস্ট ১৯৯৯, ভিজিট করেছি ১৩ মে ২০২৪)

- The Academy, *Reflection No. 219 on Q 17:82 – The Quran as healing & mercy.* <https://academyofislam.com/reflection-no-526-on-q-1782-the-quran-as-healing-mercy/> (ভিজিট করেছি ১৪ মে ২০২৪)

- islamweb.net, *Stages of the Revelation of the Quran.* <https://www.google.com/amp/s/www.islamweb.net/amp/en/article/107857/> (প্রকাশিত হয়েছে ৬ মে ২০১৫, ভিজিট করেছি ১৬ মে ২০২৪)

- AlJUMUAH, *Ulum Al Qur'an (Qur'anic Sciences) | Part 2 | The Revelation of the Quran.*<https://aljumuah.com/ulum-al-quran-the-sciences-of-the-quran-part-2-the-revelation-of-the-quran/> (প্রকাশিত হয়েছে ১৮ এপ্রিল ২০২২, ভিজিট করেছি ১৬ মে ২০২৪)

- আল হাদিস, <https://ihadis.com/> (ভিজিট করেছি, মে ২০২৪)

- bd বাংলা হাদিস, <https://www.hadithbd.com/hadith/> (ভিজিট করেছি, মে ২০২৪)

- কালেরকণ্ঠ, *পবিত্র কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস.* <https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2015/07/31/250506> (প্রকাশিত হয়েছে ৩১ জুলাই ২০১৫, ভিজিট করেছি ১৯ মে ২০২৪)
- Response to Anti-Islam, *আল কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের বিস্তারিত ইতিহাস.* <https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8-
%E0%A6%93-
%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%
B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%
BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-
%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%
B8-/254#_ftn12> (প্রকাশিত হয়েছে ১২ এপ্রিল ২০২৪, ভিজিট করেছি ১৯ মে ২০২৪)

- দৈনিক ইনকিলাব, *কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস.* <https://m.dailyinqilab.com/article/28513/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8> (প্রকাশিত হয়েছে ১৯ জুলাই ২০১৬, ভিজিট করেছি ২০ মে ২০২৪)

- মাসিক আলকাউসার, *কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত.* <https://www.alkawsar.com/bn/article/2948/> (প্রকাশিত হয়েছে ৫ জুন ২০২২, ভিজিট করেছি ২১ মে ২০২৪)
- মাসিক আত-তাহরীক, *কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযীলত.* <https://at-tahreek.com/article_details/11162> (প্রকাশিত হয়েছে এপ্রিল ২০২৩, ভিজিট করেছি ২১ মে ২০২৪)

- মাসিক আর্দশ নারী, *সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব.* <https://www.google.com/amp/s/adarshanari.com/article/al-quran/4449/amp/> (প্রকাশিত হয়েছে ২৮ মে ২০১৮, ভিজিট করেছি ২৩ মে ২০২৪)

- IslamQA, What is the meaning of reciting quran in tarteel?. <https://islamqa.org/hanafi/askimam/123826/what-is-the-meaning-of-reciting-quran-in-tarteel/> (ভিজিট করেছি ২৩ মে ২০২৪)
- AL-ASHRAF, *Holy Qur'aan (Recitation only).* <https://al-ashraf.org.uk/secondary/quraan.php/> (ভিজিট করেছি ২৩ মে ২০২৪)

- SQSF - *বিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখার তাগিদ.* <https://drive.google.com/file/d/1XQL4lVS6aQgx80YnMKLyqe3oJdPdpWda/view>
(ভিজিট করেছি ২৩ মে ২০২৪)

- দৈনিক ইনকিলাব, *কোন ব্যক্তি যদি আরবিতে কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারেন, তিনি যদি বাংলা উচ্চারণ দেখে দেখে পড়েন তাহলে কি কোরআন খতম দেয়া হবে? সওয়াব কি আরবির সমমান পাওয়া যাবে?.* <https://m.dailyinqilab.com/article/294461/> (প্রকাশিত হয়েছে ২৭ মে ২০২০, ভিজিট করেছি ২৩ মে ২০২৪)
- প্রথম আলো, *কোরআন তিলাওয়াত ইমান বৃদ্ধি করে.* <https://m.dailyinqilab.com/article/294461/> (প্রকাশিত হয়েছে ৭ আগস্ট ২০২০, ভিজিট করেছি ২৪ মে ২০২৪)

- দেশ রূপান্তর, *আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম*. <https://www.google.com/amp/s/www.deshrupantor.com/amp/317626/%25E0%25A6%2586%25E0%25A6%25B2%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B2%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B9%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%2599%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%2597%25E0%25A7%2587-%25E0%25A6%25AF%25E0%25A7%258B%25E0%25A6%2597%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AF%25E0%25A7%258B%25E0%25A6%2597%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25A7%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AF%25E0%25A6%25AE/> (প্রকাশিত হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, ভিজিট করেছি ২৪ মে ২০২৪)

- শিক্ষক বাতায়ন, *পৃথিবীর মহাবিস্ময়কর ও সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন।*. <https://www.teachers.gov.bd/blog/details/641966?page=3831&prrithibeer-mhabismykr-oo-srwadhik-pthit-grnth-al-kuran> (প্রকাশিত হয়েছে ১২ এপ্রিল ২০২২, ভিজিট করেছি ২৫ মে ২০২৪)

- JUSTnews, *আল-কুরআন বুঝে পড়তে হবে কেন?*. <https://www.justnewsbd.com/islam/news/44212> (প্রকাশিত হয়েছে ১৫ এপ্রিল ২০২২, ভিজিট করেছি ২৫ মে ২০২৪)

- QURANREADING, *10 Reasons Why to Learn Quran*. <https://www.quranreading.com/blog/10-reasons-why-to-learn-quran/> (ভিজিট করেছি ২৫ মে ২০২৪)

- আলোকিত বাংলাদেশ, *কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত.* <https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/civilization-and-culture/147222/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4> (প্রকাশিত হয়েছে ১৪ নভেম্বর ২০২২, ভিজিট করেছি ২৬ মে ২০২৪)

- NEWSZONE, *আল -কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.* <https://www.newszonebd.com/news/2023/%E0%A6%86%E0%A6%B2--%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE> (প্রকাশিত হয়েছে ২৪ অক্টোবর ২০১৯, ভিজিট করেছি ২৫ মে ২০২৪)

- BanglaNews24, *উটের দাম ৭ লাখ, দুম্বা ৩ লাখ !.* <https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/328425.details> (ভিজিট করেছি ২৬ মে ২০২৪)

- Jagonews24.com, *কুরআন তেলাওয়াতে যেসব উপকারিতা লাভ করবে মুমিন.* <https://www.jagonews24.com/m/religion/article/526878> (প্রকাশিত হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ভিজিট করেছি ২৬ মে ২০২৪)
- কালেরকণ্ঠ, *আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য.* <https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/05/09/909195> (প্রকাশিত হয়েছে ৯ মে ২০২০, ভিজিট করেছি ২৭ মে ২০২৪)

- HIDAYAHNETWORK, *Benefits Of Learning Quran.* <https://hidayahnetwork.com/benefits-of-learning-quran/> (প্রকাশিত হয়েছে ২৮ জুলাই ২০২৩, ভিজিট করেছি ২৮ মে ২০২৪)

- Online Arabic Language Institute, *কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও সহজে কুরআন শেখার উপায়.* <https://oalibd.com/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC/> (প্রকাশিত হয়েছে ১৬ জানুয়ারির ২০২৩, ভিজিট করেছি ২৮ মে ২০২৪)

- বাংলা ট্রিবিউন, *কোরআন তিলাওয়াতের উত্তম সময়.* <https://www.google.com/amp/s/www.banglatribune.com/amp/others/religion/770044/%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%258B%25E0%25A6%25B0%25E0%25A6%2586%25E0%25A6%25A8-%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25B2%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2593%25E0%25A7%259F%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25A4%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%2589%25E0%25A6%25A4%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25AE-%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25AE%25E0%25A7%259F> (প্রকাশিত হয়েছে ২৮ অক্টোবর ২০২২, ভিজিট করেছি ২৮ মে ২০২৪)

- Islamonweb, *কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত.* <https://bangla.islamonweb.net/The-importance-and-virtues-of-learning-the-Quran> (প্রকাশিত হয়েছে ০৫ মার্চ ২০২৩, ভিজিট করেছি ২৮ মে ২০২৪)

- Quran Ayat Institute, *Importance of Learning Quran in Islam.* <https://quranayat.com/importance-of-learning-quran-in-islam/#6_Reciting_The_Quran_opens_a_Dialogue_With_Allah_SWT> (ভিজিট করেছি ২৮ মে ২০২৪)

- শিক্ষক বাতায়ন, *আল-কুরআনের হক.* <https://www.teachers.gov.bd/blog/details/641966?page=3831&prrithib

eer-mhabismykr-oo-srwadhik-pthit-grnth-al-kuran> (প্রকাশিত হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, ভিজিট করেছি ২৭ মে ২০২৪)

- Riwaq Al Quran, *Top 24 Benefits of Reading the Quran: Health, Scientific, Spiritual, And More.* <https://www.teachers.gov.bd/blog/details/641966?page=3831&prrithibeer-mhabismykr-oo-srwadhik-pthit-grnth-al-kuran> (প্রকাশিত হয়েছে ২৪ মার্চ ২০২৪, ভিজিট করেছি ২৭ মে ২০২৪)

- DHAKA POST, *কোরআনের যে সূরাগুলো পড়লে বিশেষ ফজিলত পাবেন.* <https://www.dhakapost.com/religion/249604> (প্রকাশিত হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০২৪, ভিজিট করেছি ২৭ মে ২০২৪)

পিডিএফ এর মধ্যে পাওয়া তথ্য

- An Introduction to the Science of the Qira'at Instructor: Ustadha Saima Yacoob

- কোরআন সংকলনের ইতিহাস
  সংকলনে: মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন